NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের উত্তরপত্রে বাধ্যতামূলক সই

বায়ু দূষণে রাজধানী দিল্লিকে পিছনে ফেলল কলকাতা ৩

কলকাতা ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.12.2025, Vol.19, Issue No. 180, 8 Pages, Price 3.00

শাহজাহান মামলার সাক্ষীর গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কা, মৃত দুই

দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন ?

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্ঘটনার কবলে শেখ শাহজাহান মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি। বুধবার সাত সকালে বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত হয়েছে দুই জনের। ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার বয়ারমারি এলাকায় বাসন্তী রোডের উপরে। দুর্ঘটায় আহত ১ জন। মৃতেরা হলেন সত্যজিৎ ঘোষ ও সাহানুর মোল্লার। আহত ব্যবসায়ী ভোলানাথ ঘোষ, তিনি বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআই যে মামলা করেছে, সেই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন ভোলানাথ ঘোষ। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে আদালতের একটি কাজে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় ন্যাজাটের বয়ারমারি পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি ট্রাকের সঙ্গে ভোলানাথ ঘোষের গাড়ির একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অভিঘাত এতটাই ছিল যে দুর্ঘটনার পর রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ে গাড়িটি। শুধু তাই নয়, একেবারে দুমড়েমুচড়ে যায় সেটি। জানা যায়, গাড়িতে ভোলানাথ ছাড়াও ছিলেন তাঁর ছোট ছেলে এবং চালক। দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় মানুষজনই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। গাড়ির সামনের অংশ একেবারে কেটে বের করা হয় সবাইকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। গুরুতর অবস্থায় দ্রুত সবাইকে হাসপাতালে পাঠানো হলেও ছেলে এবং চালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ এটি নিছকই দুর্ঘটনা নয়। এটা পরিকল্পিত খুন। এবং এর পিছনে আছে শেখ শাহজাহান ও তার অনুগামীরা। জেলে বসেই এই ছক কষেছিল শাহজাহান। আর তা বাস্তব করে দেখিয়েছে শেখ শাহজাহানের অনুগামী সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা মোসলেম শেখ ও সবিতা রায়। যদিও দুজনই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সূত্রের খবর, ২০২২ সালে ব্যবসায়ী ভোলা ঘোষের মাছের ব্যবসায় প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার চেক দিয়েছিল শেখ শাহাজান। চেক বাউন্স হয়ে যাওয়ার পরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন ব্যবসায়ী ভোলা। পাল্টা শেখ শাহজাহানও মামলা করেন। সেই মামলায় বুধবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল ভোলানাথ ঘোষও তাঁর ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ এবং চালক শাহানুর মোল্লার। তাঁরা বসিরহাট মহকুমা আদালতের দিকে রওনাও দিয়েছিলেন। সেই সময় বাসন্তী হাইওয়ের বয়ারমারি এলাকায় মালঞ্চ থেকে ধামাখালীর দিকে একটি খালি ট্রাক যাচ্ছিল। ট্রাকটি ভোলা ঘোষদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলা ঘোষের ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও সাহানুর মোল্লার। ঘাতক ট্রাকের চালক পলাতক। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে বাড়ছে রহস্য, তদন্ত শুরু করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ন্যাজট থানার পুলিশ। নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও অন্তর্ঘাত? ইতিমধ্যে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

১

২

৩

৪

১ উলটে যাওয়া ঘাতক ট্রাক।

২ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে দেহ।

৩ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হওয়া দুইজনের দেহ।

৪ আহত ভোলানাথ ঘোষ।

নেপথ্যে শাহজাহান, বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এটা শাহজাহান করিয়েছে। জেলে বসে করিয়েছে।' শাহজাহান শেখের সাক্ষীর ছেলের মৃত্যুতে এমনই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বসিরহাট আদালতে যাওয়ার পথেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়েন অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষ। বিরোধীরা এই ঘটনাকে নেহাত দুর্ঘটনা হিসেবে দেখতে রাজি নয়।

এই মামলা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, শাহজাহান বসিরহাটের জেলে বসে থাকলে এভাবেই সাক্ষীদের মৃত্যু হবে। শুভেন্দুর দাবি, জেলে বসে ফোন ব্যবহার করেন তৃণমূল নেতারা।

শুভেন্দু বলেন, 'জীবনকৃষ্ণ সাহা জেল থেকে ফোন করে কথা বলেন। তৃণমূল নেতারা জেলের ভিতরে ফোন ব্যবহার করে। যা খেতে ইচ্ছা হয়, তাই খায়। অনেক রাতে ডিনার নেয়। যতরকম ছবি

আছে সব দেখে। পিজির উডবার্ন ওয়ার্ডে মন খারাপ হলে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' তিনি আরও বলেন, 'জেলের সুপাররা খারাপ নন। বেরিয়ে এসে অন্য ফোন থেকে আমাকে জানান যে নেতারা ফোন ব্যবহার করছেন।'

ভোলানাথ ঘোষের কাছে টিম পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু। এসএসকেএমে চিকিৎসা করানোও ভোলার ঘোষের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'সিবিআইকে ধন্যবাদ যে তারা ভোট পরবর্তী হিংসা মামলা সরানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে।'

নন্দীগ্রামে কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর। সর্বত্র ঠিক মতো কাজ হচ্ছে কি না, সেদিকে কড়া নজর রয়েছে কমিশনের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামে বাড়তি নজর নির্বাচন কমিশনের। নন্দীগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী রামনগরের জন্য পাঠানো হয়েছে ২ বিশেষ অবজার্ভারকে। বুধবারই নন্দীগ্রাম বিধানসভার ইআরও-এর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এপ্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'একজায়গার বাসিন্দা হয়ে অন্য জায়গার ভোটার তালিকায় নাম তুললে কমিশন তো লোক তো পাঠাবেই।'

ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করতে রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর। কাজে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে তা নিশ্চিত করতে বারবার বৈঠক করছে কমিশন। বাংলা-সহ যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর হচ্ছে সেখানে অবজার্ভার পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা খতিয়ে দেখছে পরিস্থিতি।

রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার দিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনার সাফ জানিয়েছিলেন, স্বচ্ছভাবে ভোটার তালিকা তৈরিই লক্ষ্য। কাজ শুরুর পরও বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। যা চাপ বাড়িয়েছে জেলা প্রশাসনের উপর। তবে কমিশনের এই ভূমিকায় খুশি শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'বকুলতলা হাওড়াতে থাকেন, আর নাম তুলেছেন নন্দীগ্রামে। থাকেন দিল্লিতে আর নাম তুলেছেন নন্দীগ্রামে। এসব থাকলে তো কমিশন লোক পাঠাবেই।' প্রসঙ্গত, রাজ্যে এসআইআর ঘোষণার পরই শুভেন্দু দাবি করেছিলেন বিপুল সংখ্যার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে।

কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার বাংলায় এসে পৌঁছেছেন কমিশনের পাঁচজন স্পেশ্যাল অবজার্ভার। তাঁদের মধ্যে দু'জন নন্দীগ্রাম ও রামনগরের জন্য। কমিশন সূত্রে খবর, বুধবার ২১০ নন্দীগ্রাম বিধানসভার ইআরও-এর সঙ্গে বৈঠক করেন অবজার্ভার। আগামিকাল রামনগরের ইআরও-এর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অপর অবজার্ভার।

খসড়া ভোটার তালিকা ১৬-য়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এনুমারেশন পর্বের শেষ দিনে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর। রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিস, ব্লক কার্যালয় ও ডিইও দপ্তরে সে তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। একই দিন থেকেই শুরু হবে 'যাচাই ও শুনানি' পর্ব। তবে এই পর্ব কোন দপ্তরে করা যাবে, তা নিয়ে কমিশনের নির্দেশ একেবারে ধোপদুরস্ত, শুধুমাত্র জেলাশাসকের কার্যালয়ই এই শুনানির অনুমোদিত ঠিকানা। কোনও সরকারি বা বেসরকারি অফিসে শুনানি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কমিশনের নির্দেশ আরও কঠোর। 'শুনানি' পর্বের প্রতিটি সেশন ওয়েবকাস্টিংয়ে রাখতে হবে, পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা কমিশন নতুন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেই ভিডিও সংরক্ষণে রাখতে হবে জেলা প্রশাসনকে। এই কঠোরতার পিছনে রাজনৈতিক চাপও কম নয়। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি কমিশনকে চিঠি দিয়ে দাবি তুলেছিলেন, সমস্ত শুনানি পর্ব সিসিটিভির তত্ত্বাবধানে হতে হবে এবং সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে মাইক্রো অবজার্ভারদের। কমিশন আপাতত নজরদারির দাবিটি মানলেও মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। এদিকে বৃহস্পতিবার এনুমারেশন পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে প্রস্তুতি। চার দিন পর খসড়া তালিকা প্রকাশ, তার পরপরই শুনানির ধাপ, সব মিলিয়ে জেলা প্রশাসনকে 'ফুলপ্রুফ' ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে কমিশন।

বৈঠকে মুখোমুখি মোদী-শাহ-রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে ৮৮ মিনিট ধরে বৈঠক করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সরকারি সূত্র জানাচ্ছে, কেন্দ্রীয় মুখ্য তথ্য কমিশনার এবং আট তথ্য কমিশনার নিয়োগের পাশাপাশি পরবর্তী ভিজিল্যান্স কমিশনার নিয়োগের বিষয়ে আলোচনার জন্য সাংবিধানিক বিধি মেনেই বৈঠকে বসেছিলেন ওঁরা তিন জন। কিন্তু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন দেশের শাসক ও বিরোধী দলের তিন শীর্ষনেতার এই দীর্ঘ বৈঠক রাজনৈতিক শিবিরে উত্তেজনার আঁচ বাড়িয়েছে। বুধবার বিকেলে সংসদ ভবনেও বিভিন্ন দলের সাংসদদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল এই বৈঠক।

মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলেছিলেন রাহুল। তাঁর তোলা ভোটচুরির অভিযোগ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চেয়েছিলেন। তাতে দৃশ্যত ক্রুদ্ধ হয়ে শাহ রাহুলের উদ্দেশে বলেন, 'আপনার কথা মতো আমি বক্তৃতা করব না। ধৈর্য রাখুন। আমার যখন যেটা বলার, তখনই সেটা বলব।' শাহের 'ক্রোধ' নিয়ে পর ক্ষণে কটাক্ষ করেন রাহুলও। বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে, ভয় পেয়ে এ রকম প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন!'

ভোটচুরির অভিযোগ তুলে সম্প্রতি তিনটি সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন রাহুল। বৃহস্পতিবার লোকসভার অধিবেশনে তা নিয়ে আলোচনা চেয়েছিলেন তিনি। এর প্রেক্ষিতে শাহ বলেন, 'কেউ কেউ ভোট চুরির অভিযোগ করছেন।

মমতা আজ নদিয়া সফরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ নদিয়া সফর মুখ্যমন্ত্রীর। রয়েছে সরকারি অনুষ্ঠান-সহ দলীয় সভা। মুখ্যমন্ত্রীর নদিয়া সফর ঘিরে প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২০ নাগাদ আকাশ পথে কৃষ্ণনগরে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কৃষ্ণনগর গাবতলা ময়দানে করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। হেলিপ্যাডের পাশেই খোলা মঞ্চ থেকে গোটা রাজ্যব্যাপী ২০ হাজার ৩০ কিলোমিটার 'পথশ্রী', 'রাস্তাশ্রী'র শিলান্যাস করবেন। নদিয়া থেকে মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাসের সাথে সাথে সমস্ত জেলায় একই সাথে একই যোগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই শিলান্যাসে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়াও পতাকা নাড়িয়ে পথশ্রী এবং রাস্তাশ্রীর ট্যাবলোর উদ্বোধন করবেন গাবতলা ময়দান থেকে। তবে সমগ্র নদিয়া জেলায় ৮০৮ কিলোমিটার গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলের ১৬৭ কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর পরেই গাবতলা ময়দানের পাশেই কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ ময়দানে প্রকাশ্য দলীয় সভায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্ডিগোর সিইওকে নথি-সহ তলব ডিজিসিএর, হতে পারেন বরখাস্ত

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: দেশের বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রীদের কতটা ভোগান্তি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে তৎপর হয়েছে ডিজিসিএ। আধিকারিকদের দেশের ১১টি বিমানবন্দরে ঘুরে পরিস্থিতি দেখতে বলেছে তারা। ইতিমধ্যেই ইন্ডিগো সংস্থার সিইও-কে হাজিরা দিতে বলেছে উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। উড়ান বাতিল সংক্রান্ত সব তথ্য নিয়ে বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে।

এদিকে, ইন্ডিগো বিভ্রাটের জেরে বিমানযাত্রীদের ভোগান্তি বুধবারও অব্যাহত ছিল। উড়ান বাতিল হওয়ার সংখ্যা কমেছে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রক বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিজিসিএ-র ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। মনে করা হচ্ছে, তার পরেই সক্রিয় হয়েছে এই সংস্থা। এর আগে ইন্ডিগোর সিইও-র সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু।

ডিজিসিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার, ১১ ডিসেম্বর দুপুরে ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে

হাজিরা দিতে বলা হয়েছে তাদের দপ্তরে। উড়ান বিভ্রাট সংক্রান্ত সব নথিও নিয়ে যেতে বলা হয়েছে তাঁকে। সূত্রের খবর, পিটারের সঙ্গে সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকেরাও থাকবেন বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, উড়ান বিভ্রাট নিয়ে ডিজিসিএ-র উপরে চাপ বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী নায়ডু জানান, শুধু ইন্ডিগো নয়, ডিজিসিএ-কেও তদন্তের আওতায় আনা হবে। তিনি আরও জানান, ইন্ডিগো বিপর্যয়ে কী ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে ডিজিসিএ, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি এ-ও স্পষ্ট করেন, প্রয়োজনে ইন্ডিগোর সিইও পিটারকে বরখাস্তও করার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। মনে করা হচ্ছে, চাপে পড়েই পিটারকে ডেকে পাঠিয়েছে ডিজিসিএ।

এ দিকে যাত্রীভোগান্তির দিকেও নতুন করে নজর দিল ডিজিসিএ। বুধবার আধিকারিকদের তারা নির্দেশ দিয়েছে, দেশের ১১টি বিমানবন্দরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে। দু' থেকে তিন দিনের মধ্যে এই কাজ সারতে হবে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে ডিজিসিএ-কে। যে বিমানবন্দরগুলিতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে আধিকারিকদের, সেগুলি হল, নাগপুর, জয়পুর, ভোপাল, সুরত, তিরুপতি, বিজয়ওয়াড়া, শিরডী, কোচি, লখনউ, অমৃতসর, দেরাদুন। এই ১১টি বিমানবন্দরে গিয়ে আধিকারিকদের দেখতে হবে, বিভ্রাটের সময় কী ভাবে মোকাবিলা করেছেন কর্তৃপক্ষ, যাত্রীসুরক্ষা কতটা মানা হয়েছে। উড়ান বাতিলের পরে বিমানবন্দরে, বোর্ডিংয়ের গেটে যাত্রীদের ভিড় কী ভাবে সামলাচ্ছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, তা-ও আধিকারিকদের দেখতে বলেছে ডিজিসিএ। ওই বিমানবন্দরগুলিতে হেল্পডেস্কে সব সময় কর্মী রয়েছেন কি না, যাত্রীদের সময় মতো সব তথ্য দেওয়া হচ্ছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে বলেছে ডিজিসিএ।

মোদীর জমানায় পরিবর্তিত আইন অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের মতোই মুখ্য তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার এবং ভিজিল্যান্স কমিশনার নিয়োগের কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন মন্ত্রী। কমিটির বৈঠক ডাকবেন প্রধানমন্ত্রী। কমিটির বৈঠকে গৃহীত নাম যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে। তিনিই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করবেন। তথ্যের অধিকার আইনের ১২(৩) ধারা মেনেই প্রধানমন্ত্রী বৈঠক ডেকেছিলেন বলে সরকারি সূত্রের খবর। সেখানে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি সরকার।

উল্লেখ্য, এদিনই সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনায় তুমুল বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। শাহের ভাষণের অথচ এখানে এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা পারিবারিক ভাবে ভোট চুরি করে এসেছেন। তিরিশ বছর ধরে আমি বিধানসভা এবং সংসদে বক্তৃতা করছি। সংসদে কীভাবে বক্তৃতা করতে হয়, আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বিরোধী দলনেতা বলছেন আগে, আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার কথা মতো সংসদ চলবে না। আমার বক্তব্য কীভাবে এগোবে, সেটা আমি ঠিক করব। এভাবে সংসদ চলবে না। ওঁর উচিত আমার বক্তব্য শোনার ধৈর্য রাখা। আমি একে একে সব প্রশ্নের জবাব দেব। বক্তব্য যখন আমি রাখছি, তখন আমি ঠিক করব কখন কোন প্রশ্নের জবাব দেব।'

এসআইআর নিয়েও শাহ বলেন, এই প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সংগঠিত করার জন্যেই নির্বাচন কমিশন এই কাজ পরিচালনা করছে। এই কর্মকাণ্ডে কমিশনকে বিরোধীরা সাহায্য না করায় গণতন্ত্র 'কলুষিত' হচ্ছে বলেও দাবি শাহের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Ranajit Kumar Biswas, পিতা-ঁপঞ্চানন বিশ্বাস, সাং-সুবর্নবিহার মোদকপাড়া, পোঃ- আমঘাটা, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, আমার কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-3050/2008 dt. 4.4.2008 নং দলিলে নাম Ranajit Kumar Biswas @ Ranjit Kumar Biswas হইয়াছে। ১০.১২.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের ৫৬ নং এফিডেভিটবলে আমি Ranajit Kumar Biswas ও Ranajit Kumar Biswas @ Ranjit Kumar Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি গোলাম মোস্তফা মন্ডল পিতা আব্দুল ওহাব মন্ডল আমার জমির পড়চা খতিয়ান নং ৩৩৭৯ J.L. No. 29 মৌজা বৃত্তিহুদা থানা- চাপড়া, জেলা-নদীয়া ও খতিয়ান নং ২০৫৫ J.L. No 30 মৌজা গোখুরা পোতা থানা- চাপড়া জেলা নদীয়াতে আমার নাম গোলাম মন্ডল আছে। ০৯/১২/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে গোলাম মোস্তাফা মন্ডল ও গোলাম মন্ডল একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম গোলাম মোস্তাফা মন্ডল। গ্রাম- গোখুরা পোতা চারাতলা নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি Dinesh Giri, S/o Lt. Ram Pukar Giri ঠিকানা-মধ্যপল্লী, উত্তর বাসুদেবপুর, পোঃ ও থানা- বেলঘরিয়া, জেলা-২৪ পরগনা (উঃ) কোলকাতা-৭০০০৫৬ নোটারি পাবলিক ব্যারাকপুর কোর্ট, ২৪ পরগনা (উঃ) এর affidavit Dinesh Kumar Giri নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 45 Dated 10.12.2025. Dinesh Giri ও Dinesh Kumar Giri একই ব্যক্তি ।

নাম-পদবী

আমি Gouri Rajbanshi D/o- Bishweshwar Rajbanshi গত ইং ২৮/১১/২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Gouri Begum D/o- Bishweshwar Rajbanshi নামে পরিচিত হইয়াছি। ০৯/১২/২৫ তারিখে নোটারি পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগালী কোর্টে ৪০৯ নং এফিডেভিট বলে Gouri Begum D/o- Bishweshwar Rajbanshi ও Gouri Rajbanshi D/o- Bishweshwar Rajbanshi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অমরেশ্বর হালদার ADSR, **কৃষ্ণনগর অফিস হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৫৩ নং আমমোক্তার দলিলবলে সমরেশ্বর হালদারকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। জেলা-নদীয়া, থানা- কোতয়ালী, ৯৫ নং ঘূর্ণী মৌজায় ৭৯৯ নং খতিয়ানে** R.S ও L.R **১১৫ নং দাগে ০.০২৫ একর সম্পত্তি নিখিলেশ্বর হালদার এবং সমরেশ্বর হালদার উক্ত আমমোক্তার বিধায় এবং স্বয়ং ঐ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৭৩৩/২০০৬ নং দলিলবলে আমার মক্কেল শ্রীমতী ভগবতী প্রামাণিক ওরফে যমুনা প্রামাণিক বরাবর সম্পত্তি বিক্রয় করেন এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। তদমর্ম্মে কারো কোন আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর** B. L & L.R.O **অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। Soumya Bandyopadhyay, Advocate, Krishnagar Judge's Court.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই ডিসেম্বর । ২৪ শে অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতি বার । সপ্তমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরি মঙ্গল র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

আজ শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী র শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি।
শ্রী শ্রী কাঠিয়া বাবার আবির্ভাব তিথি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগরের সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন ৩য় আদালত
টি.এস. নং- ৩৬/ ২০১৮

বাদী ঃ ১) সুজিত বাগচি, (২) সুরজিৎ বাগচি, (৩) সুকান্ত বাগচি, সর্বপিতা- মাধব বাগচি ওরফে মাধব চন্দ্র বাগচি, (৪) অমল কুমার বাগচি, পিতা- মৃত পরেশ নাথ বাগচি, সর্ব সাং- মধুপুর, পোঃ- পিঁপড়াগাছি, থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া।

-বনাম-

বিবাদীঃ ১) আশুতোষ শীল, (২) ভাগ্য শীল, (৩) চিত্ত শীল, (৪) নিরোধ শীল, সর্ব পিতা-মৃত তারাপদ শীল, (৫) তিলক চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, (৬) প্রকাশ ঘোষ, পিতা- নিরঞ্জন ঘোষ, (৭) অখিল ঠিকাদার, পিতা-মৃত নিশীকান্ত ঠিকাদার, (৮) নীরোধ খাঁ, পিতা- হরবিলাশ খাঁ (৯) রূপচাঁদ মন্ডল, পিতা- মৃত রাজেশ্বর মন্ডল, (১০) ছাত্তার সেখ, (১১) আব্দার সেখ (১২) সাব্দার সেখ, সর্বপিতা- মৃত কমেলউদ্দিন সেখ, (১৩) সুফিয়া বিবি (১৪) ফিরজা বিবি, (১৫) সাজিদা বিবি, সর্ব পিতা মৃত কমেলউদ্দিন সেখ, (১৬) রাসুন আলি ওরফে রাসুন মন্ডল, পিতা- মৃত ইয়াকুব মণ্ডল, (১৭) সারথী বিশ্বাস, স্বামী- মাখনলাল বিশ্বাস, সর্ব সাং-মধুপুর, পোঃ- পিঁপড়াগাছি, থানা-চাপড়া, জেলা -নদীয়া।

এতদ্বারা উপরোক্ত বিবাদীদের জানানো যাইতেছে যে বাদীপক্ষ উক্ত বিবাদীদের বিরুদ্ধে জেলা নদীয়া, থানা-চাপড়ার অন্তর্গত ৪৬ নম্বর মধুপুর মৌজাস্থিত আর.এস. ২৫৭, এল.আর. ১০৫৩, ১০৮, ২০৬/১, ৩২/২, ৩৬৭/১, ৪০৮ নম্বর খতিয়ানভূক্ত আর.এস. ও এল.আর. ১১৬৫ নম্বর দাগের ৪৪ শতক সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। এমতবস্থায় যদি উক্ত বিবাদীগণ বিশেষ করিয়া ১৭ নং বিবাদী সহ অন্যান্য কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ইংরাজী ৭/১/২৬ তারিখে মাননীয় আদালতে উপস্থিত হইয়া উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইতে হইবে। অন্যথায় আদালত আইন মোতাবেক কার্য্য করিবেন।

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
কৌশিক দাস
সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন,
৩য় আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১৪-১১-২৫

বিজ্ঞপ্তি

আমি কমল পাল, পিতা- ঁ চিত্তরঞ্জন পাল, ঠিকানা ২/৪৩৩ কাপাস ডাঙ্গা, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত (১০) দশ বছরের অধিককাল সময় চুচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিল, কলিকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করেছি। উক্ত বিষয়ে কারও কোন আপত্তি থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তাহা কাউন্সিল অফিসে দাখিল করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে বরেণ্য শিশু সাহিত্যিক প্রয়াত শিশিরকুমার মজুমদার-এর রচনাসমূহ থেকে অধুনা দুষ্প্রাপ্য নির্বাচিত কিছু রচনা সংকলনগ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যদি উক্ত রচনাসমূহের উপর কারো আইনানুগ কপিরাইট, মেধাস্বত্ব বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার বর্তমান থাকে, তবে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণপত্রসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে লিখিতভাবে দাবি উপস্থাপন করেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো দাবি উত্থাপিত না হলে, উক্ত সংকলন প্রকাশে আর কোনো আপত্তি বা দাবি আইনত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে কোনো দায়ভার গ্রহণ করবে না।

বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০০০৯।
email: boibondhu.publications@gmail.com
Phone: 9907418341

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীকান্ত গায়েন, পিতা-স্ব. সুরেন্দ্র নাথ গায়েন, সাঃ BB-136 , সেক্টর-1, সল্ট লেক, ট্যাঙ্ক নং-2, পোঃ ও থানা-বিধাননগর, উঃ ২৪ পরগণা, জানাচ্ছি যে আমি জেলা দঃ ২৪ পরগণা, থানা-বারুইপুর, মৌজা-বৃন্দাখালী, জে.এল. ১২৯, আর. এস. খতিয়ান ১৩৯৭, এল. আর খতিয়ান ৪৯৪, দাগ নং ৪০-এ অবস্থিত ১ একর ২৯ শতক জমি জমি সম্পা ঘোষ, স্বামী-সত্যনারায়ন ঘোষ, সাঃ ৪ নং জহুরা বাজার লেন, কস্তুরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, পোঃ ও থানা-কসবা, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৪২-এর নিকট হইতে ক্রয় করিতেছি। কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন- **৮২৪০১৯৬০০৮/ ৯৮৮৩৩১০১০৪**

এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সুব্রত সাহা পিতা অজিত কুমার সাহার নিকট হইতে বিগত ইংরেজি ২০.১২.২০২৪ তারিখে ৯২০৫ নং দানপত্র দলিলমূলে ১ কাঠা ৬ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমিজমা প্রাপ্ত হয় যাহা মৌজা তারাপুকুরিয়া আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৯৬/১২০০ ও ৩১৩/১১৯৪, এল আর ৬৬৩ নং খতিয়ানে অবস্থিত এবং উক্ত সম্পত্তি তাহার পিতা ইংরেজি ০৯.০২.২০০৭ তারিখে ব্যারাকপুরে সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭০৭ নং বিক্রয় কবলা দলিল দ্বারা শ্রীমতি বিনা দাস স্বামী মনিন্দ্র চন্দ্র দাস নিযুক্ত অমোক্তার শিপ্রা রুদ্র হইতে প্রাপ্ত করেন যাহা ০০৩৮১ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা মুলে, ডি এস আর ১ বারাসাতে ইংরেজি ২০.১২.২০০৬ তারিখে লিপিবদ্ধ। এই বিষয়ে কারোর কোনো অভিযোগ ও দাবি থাকিলে এক মাসের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগঃ
সুপ্রিতা রায় চৌধুরী (আইনজীবী)।
শক্তিপুর, পোঃ আগরপাড়া, কলকাতা ৭০০১০৯
মোবাইলঃ ৮৯৬১৪১২৮৬৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ, (১) **লিলটু সেখ,** পিতা বাবর আলি সেখ ও (২) সিমা খাতুন, স্বামী- লিলটু সেখ, উভয়ের সাং ছোটকুলবেড়িয়া, পোঃ ভুরুলিয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া, দেবগ্রাম ADSR অফিসের ১২.০৪.২০২১ তারিখের I-3400/2021 নং একখানি বিক্রয় কোবলা দলিলবলে কালীগঞ্জ থানার অধীন ১০ নং ছোটকুলবেড়িয়া মৌজায় এল.আর. ৩৫০কৃঃ ও ৭০১/১ কৃঃ খতিয়ানে আর.এস. ও এল.আর, ১৩ নং দাগে মোট ০৪.০৮ শতক সম্পত্তি সমরেন্দ্র নাথ সাহা, পিতা- মৃত নিতাই চন্দ্র সাহা, সাং পলাশী বাজারপাড়া, পোঃ পলাশী সুগার মিল, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া- এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। যাহা সমরেন্দ্র নাথ সাহা গত ইংরাজী ০৪.০৩.২০২১ তারিখের দেবগ্রাম রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক IV-31 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে (১) বিশ্বজিৎ সাহা, পিতা- মৃত মদন মোহন সাহা, (২) রেবা সাহা, স্বামী- মৃত মদন মোহন সাহা, পিতা মৃত সুধীর দাস, সাং নোয়াপাড়া বাইলেন, পোঃ গারুলিয়া, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা এবং (৩) অতুল চন্দ্র সাহা ওরফে অতুল সাহা, পিতা - মৃত ফনিভূষন সাহা, সাং- পলাশী বাজারপাড়া, পোঃ পলাশী সুগার মিল, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া এদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল তাহার নামে উক্ত জমি রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়া পুরনিগমে 'দুর্নীতির রাজত্ব', তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ উমেশ রাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া পুরনিগমের উন্নয়ন নয়, বরং অরাজকতা ও দুর্নীতির জঙ্গলে পরিণত হয়েছে; এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। তাঁর বক্তব্য, ২০১৩ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর তৃণমূল নাগরিক পরিষেবা ভুলে শুধুই দেখনদারির উন্নয়ন করেছে। পরিকাঠামোর সবচেয়ে বড় সমস্যা; পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা ও সাফাই; সবই উপেক্ষিত। অথচ ত্রিফলা, আলোকসজ্জা, পার্কসজ্জা; এই বাহ্যিক প্রকল্পেই কোটির পর কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

উমেশ রাইয়ের অভিযোগ, টেন্ডার ছাড়াই রাস্তা ও নির্মাণকাজ করা হয়েছে, পরীক্ষা-নোটিস ছাড়াই অস্থায়ী চাকরি দেওয়া হয়েছে, কোনও নিরীক্ষা বা পরিকল্পনার অস্তিত্ব নেই। নাগরিকদের উপর চাপানো হয়েছে অযৌক্তিক ট্যাক্স বৃদ্ধি; ৫০ পয়সার ফর্ম ৫০ টাকা, প্রপার্টি ট্যাক্স সাতগুণ, শৌচাগার পরিষ্কার-গাড়ির ফি চারগুণ। তাঁর সবচেয়ে কঠিন অভিযোগ; রিটেনশন ফি-র নামে বর্গফুটে ২৫০ টাকার অবৈধ বাজার খুলে দেওয়া, যেখানে টাকা দিলেই নির্মাণ বৈধ হয়ে যেত। তিনি দাবি করেন, পুরনিগমে ৫০ শতাংশ সরকারি পদ খালি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পিএফ-ডিএ পান না, সাফাইকর্মীরা ন্যূনতম মজুরি না পেয়ে আন্দোলনে বাধ্য হন, স্বাস্থ্যকর্মীরা মাসের পর মাস বেতনহীন। ঠিকাদারদের ১৫০ কোটির বেশি বকেয়া রয়ে গেছে। ফলে লাইট, পার্ক, উদ্যান আজ আবর্জনার স্তূপ। বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর সাতবার কমিশনার বদলালেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। ২০১৩-১৮-র তুলনায় ২০১৮,২৫-এ অবৈধ নির্মাণ আরও বেড়েছে। তাঁর অভিযোগ; প্রশাসন চলছে কেবল 'দেখনদারি' দিয়ে। স্বচ্ছতা সমীক্ষায় হাওড়া দেশের সবচেয়ে নোংরা শহর, বর্ষায় শহর জলমগ্ন; এই ব্যর্থতার দায় তৃণমূলের ভুল নীতির ওপরই চাপিয়েছেন তিনি। ডঃ সুজয় চক্রবর্তীর পদত্যাগকেও এই বিশৃঙ্খলার ফল বলে দাবি করেন। উমেশ রাইয়ের মন্তব্য, তৃণমূল ৫ বছর নির্বাচিত বোর্ড, তারপর ৭ বছর অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করেছে।

১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি ঢাকতে মরিয়া তৃণমূল: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংসদ চত্বরে ফের 'শ্বেতপত্র' ঘিরে চাপ বাড়াল তৃণমূল। বুধবার দোলা সেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া-সহ তৃণমূলের সাংসদরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকার হিসেব চেয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশিত শ্বেতপত্রের দাবিও নতুন করে উত্থাপিত হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই রাজ্য বিজেপি সভাপতির সুর তীব্রতর। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর ভাষায় আঙুল তুললেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, গ্রামের শ্রমিকের ঘামঝরা প্রাপ্য লুঠ করে কাটমানির সাম্রাজ্য দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল। সেই দাগ মুছতে এখন কাগজ, কলমের নাটক দেখাচ্ছে।

সাংবাদিক বৈঠকে শমীকের দাবি; কেন্দ্রের বরাদ্দ প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে না গিয়ে তৃণমূলের দুর্নীতির পাইপলাইনে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বাংলার মানুষ বোকার হদ্দ নন। কোন পথে টাকার স্রোত ঘুরেছে, তা সবাই চোখে দেখেছেন।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কেন্দ্রের কাছে হিসেব চাওয়া মাত্রই 'সাফাই রাজনীতি' শুরু করেছে। কারণ প্রকৃত নথি প্রকাশ্যে এলে রাজ্যের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি দিনের আলোয় ফুটে উঠবে। শমীকের কটাক্ষ, ১০০ দিনের কাজের লুঠ আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। প্রকৃত হিসেব বেরোলে তৃণমূলের অর্ধেক নেতৃত্ব অন্ধকারে হোঁচট খাবে। তৃণমূলের দাবি আর বিজেপির আক্রমণের মাঝে ১০০ দিনের কাজের টাকার ভবিষ্যৎ কোন দিকে গড়ায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্যবাসী।

বুথভিত্তিক অদৃশ্য, স্থানান্তরিত, মৃত ভোটারের খোঁজে কঠোর কমিশন

অরাজনৈতিক দলের হাতে এএসডি তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলমান স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। বুথভিত্তিক এএসডি; অর্থাৎ অনুপস্থিত (আবসেন্ট), স্থানান্তরিত (শিফটেড), মৃত বা ডুপ্লিকেট হিসেবে চিহ্নিত ভোটারের তালিকা এবার সরাসরি রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) হাতে তুলে দেওয়া হবে। কমিশনের নির্দেশ, যেসব ভোটারের সঙ্গে ব্লক লেভেল অফিসাররা অন্তত তিনবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনও তথ্য পায়নি, তাদের নামসহ পূর্ণ এএসডি তালিকা প্রতিটি বুথে সরাসরি বিএলএদের হাতে তুলে দিতে হবে। বুথে বুথে বৈঠকের মাধ্যমেই এই তালিকা বিতরণ হবে। এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন বিএলওর মাঠপর্যায়ের যাচাই আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে, তেমনই রাজনৈতিক দলগুলিও স্পষ্টভাবে জানতে পারবে; কোন বুথে ঠিক কতজন 'অদৃশ্য', 'স্থানান্তরিত' বা 'মৃত' ভোটার রয়ে গেছে। কমিশন জানিয়েছে; খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি বুথ, বিধানসভা ও জেলার এএসডি তালিকা দেখা যাবে; সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের ওয়েবসাইটে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) এর ওয়েবসাইটে, এমনকী এপিক নম্বর দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে ব্যক্তির এএসডি স্ট্যাটাস।

নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য; এই উদ্যোগে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো নাম, মৃত ভোটার বা একই ব্যক্তির ডুপ্লিকেট এন্ট্রি থাকার সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে কমবে। রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ বাড়লে তালিকা সংশোধন আরও নির্ভুল হবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে; ভোটার তালিকা সংস্কারে এটি দেশের অন্যতম সবচেয়ে স্বচ্ছ ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা বুথস্তরের তালিকাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে আনার প্রচেষ্টায় নতুন দিশা দেবে।

ভোটকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও প্রস্তাব না আসায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহুতল ভবন ও আবাসন এলাকায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও প্রস্তাব না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিকবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য থেকে নতুন বুথ তৈরির বিষয়ে কোনও আবেদন পাঠানো হয়নি। বিষয়টিকে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করছে।

কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও এলাকায় ভোটকেন্দ্র না থাকে, তবে তার দায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদেরই নিতে হবে। এই কারণে রাজ্যের সমস্ত ডিইও-দের প্রতি কড়া বার্তা পাঠিয়েছে কমিশন।

কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যে বিধানসভা ভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রতিটি জেলায় নতুন করে সমীক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে বহুতল ভবন, গ্রুপ হাউজিং সোসাইটি, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত কলোনি, বস্তি এলাকা এবং গেটেড সোসাইটিগুলিতে বুথের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখতে হবে। যেখানে সমীক্ষায় দেখা যাবে ২৫০টি বাড়ি বা ৫০০ জন ভোটার রয়েছেন, সেখানে আলাদা ভোটকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব দিতে হবে।

আর্থিক প্রতারণার দায়ে ধৃত ব্যাংক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: বিধাননগরে এক প্রবীণ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যায়। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার শাখার পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত ব্যাংক কর্মী সুরজ রজককে। সূত্রে খবর, বৃদ্ধার সঙ্গে সুরজের পরিচয় হয় ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে। সুরজ নিজেকে অন্য একটি ব্যাংকের ম্যানেজার বলে পরিচয় দেন। পাশাপাশি নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ ও বাড়িতে গিয়ে বৃদ্ধার আস্থাও অর্জন করেন। এদিকে বৃদ্ধার সন্তানরা বিদেশে থাকায় সেই একাকীত্বের সুযোগও নেন সুরজ। অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের প্রস্তাব দিয়ে বৃদ্ধার সমস্ত ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর ধাপে ধাপে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেন। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি একটি বিলাসবহুল গাড়িও কেনেন।

এদিকে এই ঘটনায় গত ১১ নভেম্বর বৃদ্ধা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে জানা যায়, টাকা বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এরপরই মঙ্গলবার রাতে বিধাননগর সাইবার শাখা সুরজকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করে দশ দিনের হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যের ৪ জেলায় শুরু হবে 'মেরিন ফিশারিজ সেন্সাস ২০২৫'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক দশকের বেশি সময় পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের চার জেলার মৎস্যজীবীদের উপর সমীক্ষা শুরু করছে। তাঁদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাড়ির সদস্যরা কী করেন, কবে থেকে মাছ ধরার কাজ করছেন, অন্যান্য আয়ের সংস্থান আছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই রাজ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় হবে এই সমীক্ষা। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলাতে চলবে এই কাজ। সমীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে 'মেরিন ফিশারিজ সেন্সাস ২০২৫'।

কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক থেকে রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়ে এই সমীক্ষার বিষয়ে জানানো হয়েছে। সেই মতো জেলাগুলি প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য কী? রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, জেলাগুলিতে ঠিক কত সংখ্যক সামুদ্রিক মৎস্যজীবী আছেন, সেই সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জি তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্র। পরে তাঁদের জন্য কোনও প্রকল্প ঘোষণা হতে পারে বলে আশা করছেন অনেকে। তবে মন্ত্রকের তরফে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ ইনস্টিটিউট'কে। তাদের তত্ত্বাবধানেই চলবে গোটা কর্মকাণ্ড। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার জন্য পঞ্চায়েতস্তরে নিযুক্ত করা হবে 'ইনিউমারেটর'। এঁরাই মূলত সমীক্ষক। তাঁদের ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ এবং স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে সক্ষম হতে হবে। তবে কোন ব্লকে কত সমীক্ষক কাজ করবেন, সেটা নির্ভর করবে সেখানে মৎস্যজীবীর আনুমানিক সংখ্যার উপর। যেমন, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৭টি উপকূলবর্তী ব্লক আছে। এর মধ্যে কাকদ্বীপ, নামখানা কিংবা সাগরে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীর সংখ্যা বেশি। তাই সেখানে বাকি জায়গার চেয়ে বেশি ইনিউমারেটর নেওয়া হবে। সমীক্ষকদের নেওয়া হয়ে গেলে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবেন শীর্ষ আধিকারিকরা। এরপরই সমীক্ষার কাজ শুরু হয়ে যাবে। চলতি মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

তৃণমূলকে আক্রমণ শমীকের

■ **মনরেগা দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ; প্রান্তিক মানুষের রক্ত, ঘামের টাকায় তৃণমূল কাটমানি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে শমীক দাবি করেন; মনরেগার নামে কেন্দ্রের বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছনোর বদলে তৃণমূলের দুর্নীতির নালায় গিয়ে মিশেছে। তাঁর কথায়, যে সম্পদ গরিব মানুষের প্রাপ্য, তৃণমূল সেটাকে প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জোরে হজম করেছে। এই অপরাধ থেকে তারা কোনোদিনই মুক্তি পাবে না। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অন্ধ বা নির্বোধ নন। তৃণমূল মনরেগা নিয়ে যেসব দাবি করছে; সেগুলো নাকি বিগত চোদ্দ বছরের দুর্নীতির পাহাড় আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা। শমীকের কটাক্ষ, যে দলে লুঠকে নীতি করা হয়েছে, তাঁদের মুখে স্বচ্ছতার কথা শুনলে মানুষ আজ হাসে। বিজেপি রাজ্য সভাপতির দাবি; কেন্দ্রের কাছে মনরেগার হিসেব চাইতেই তৃণমূল সাফাইয়ের রাজনীতি শুরু করেছে। কারণ প্রকৃত রেকর্ড প্রকাশ পেলে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির চক্র নগ্ন হয়ে যাবে। তাঁর সতর্কবার্তা, মনরেগার টাকার লুঠ চাপা থাকবে না। দোষীদের নাম প্রকাশ পেলে তৃণমূলের অর্ধেক নেতৃত্ব অন্ধকারে গিয়ে পড়বে। শমীক ভট্টাচার্যের এই আগুনঝরা মন্তব্যে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়ে গেল।**

‘দীপাবলি ভারতীয় সভ্যতার আত্মা’

■ **ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে বিশ্বমঞ্চের বিস্তীর্ণ পরিসর; সর্বত্র আজ দীপাবলির আলো আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। এমনই আবেগে ভর করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার জানালেন, দীপাবলি শুধুমাত্র উৎসব নয়; এটি ভারতীয় সভ্যতার আত্মা, শাশ্বত নৈতিকতার জয়গাথা। তাঁর মতে, আলোর উৎসব ভারতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার এমন গভীরে প্রোথিত যে, এর স্পন্দন অনুভব করলেই বোঝা যায়; এ শুধু আনন্দ নয়, ন্যায়, সত্য ও শুভবোধের চিরন্তন উৎসব। ড. মজুমদার বলেন, ইউনেস্কোর অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় দীপাবলির অন্তর্ভুক্তি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুন মর্যাদা দিয়েছে, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের আলোকবার্তা। তিনি আরও জানান, মানবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে শ্রী রামের আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক; তাঁর বীরত্ব, ধর্মনিষ্ঠা ও সহমর্মিতার আলোই ভবিষ্যতের দিশা দেখাবে। ড. সুকান্ত মজুমদারের ভাষায়, দীপাবলির পবিত্র আলো মানবসভ্যতাকে চিরকাল পথ দেখাবে। সত্য ও ন্যায়ের এই দীপ্ত বার্তা বিশ্বকে আরও সুশৃঙ্খল ও মানবিক করে তুলবে।**

ওয়াকফ নিয়ে তোপ শুভেন্দুর

■ **বহুস্তরীয় অভিযোগে রাজ্য সরকারের জনমুখী মুখোশ ছিন্নভিন্ন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার ৬, মুরলীধর সেন লেনের রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সামনে তিনি সরাসরি আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। তাঁর দাবি, রাজ্যব্যাপী বিভ্রান্তি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও ওয়াকফ সম্পত্তি সুরক্ষার ব্যর্থতা; সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। শুভেন্দুর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছেন। কখনও সিএএ-কে এনআরসি বলে প্রচার, কখনও এসআইআর-কে এনআরসি বলে ভয় দেখানো, আবার কখনও ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে বাস্তববিবর্জিত বক্তব্য; এসবই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ছক। অথচ সত্য চেপে রাখা যায়নি। লখনউ ও দিল্লিতে কেন্দ্রের আয়োজিত চারটি স্টেকহোল্ডার বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকেও একটিও আপত্তি তোলেননি। অধিকারীর বক্তব্য, দু'মুখো রাজনীতি করে রাজ্যে ফিরে ধর্মীয় আবেগ উসকে দিয়ে মিথ্যাচার করছেন মুখ্যমন্ত্রী।**

উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারের উত্তরপত্রে বাধ্যতামূলক পরীক্ষকের সই

পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হবে না বাড়তি পাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টার পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীরা যেখানে লেখা শেষ করবেন, সেখানে পরীক্ষক বা ইনভিজিলেটরের সই বাধ্যতামূলক করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষার্থীরা সংসদের দেওয়া উত্তরপত্রের যে পাতায় লেখা শেষ করবেন, তার একেবারে নিচে পরীক্ষক বা ইনভিজিলেটর সই করবেন। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ের খাতায় এই স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, এ বছর থেকে এই নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। যাকে বলা হয় ‘এন্ড অফ লাইন’। ইনভিজিলেটর-এর সই থাকা মানেই এরপর আর কোনও লেখা নেই। আইনি জটিলতার কারণেই এই পদক্ষেপ। এর পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টারে পরীক্ষার্থীদের বাড়তি কোনও পাতা অর্থাৎ লুজ শিট দেওয়া হবে না বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ।

সংসদের এক আধিকারিক জানান, উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার ২ নম্বর বা ৩ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। খুব সামান্য প্রশ্ন থাকবে ৪ নম্বর বা ৫ নম্বরের। সেজন্য পর্যাপ্ত পাতা থাকবে সংসদের দেওয়া খাতায়। যাঁরা প্রশ্নপত্র করছেন, তাঁদের তেমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তর লিখতে পরীক্ষার্থীদের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এ প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ব্যাখ্যা, পরীক্ষায় মনোমতো নম্বর না পেয়ে পরীক্ষার্থীরা খাতা চ্যালেঞ্জ করলে বা তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী আরটিআই হলে অনেক সময়ই সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। অনেক পড়ুয়া দাবি করে, আরও বেশি উত্তর লিখেছিল সে। খাতা থেকে কোনও পাতা হারিয়ে গিয়েছে কি না, তা প্রমাণ করতে হিমশিম খেতে হয় সংসদকে। এই জটিলতা এড়াতেই এই নতুন পদক্ষেপ। পরীক্ষকদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্টও বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চিরঞ্জীব বলেন, অনেক সময় টুকলি বা মোবাইল-সহ ধরা পড়লে পরীক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীরা। এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেই আমরা কঠোর পদক্ষেপ করছি। ছ'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোনও পরীক্ষায় এমন ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর সমস্ত পরীক্ষা সে বছরের জন্য বাতিল হয়ে যাবে। কোনও পড়ুয়া একা বা সদলবল পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাঙচুর করলে সরাসরি স্কুলকে জরিমানা করা হবে। জরিমানা ধার্য করার পাশাপাশি এনরোলমেন্ট বাতিল হতে পারে।

বায়ু দূষণে রাজধানী দিল্লিকে পিছনে ফেলল কলকাতা

উদ্বেগজনক বাতাসের গুণমান সূচক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বায়ু দূষণ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে সাধারণত দিল্লির নাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, দিল্লিকে ছাপিয়ে গেছে কলকাতা। শহরের ‘ফুসফুস’ হিসেবে পরিচিত ময়দান এলাকায় দূষণের মাত্রা ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে।

মঙ্গলবার রাতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশপাশে বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩৪২, যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। একই সময়ে দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ২৯৯। এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়, কলকাতার দূষণ পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক।

শীতকালে দূষণ সাধারণত বেড়ে যায়, কারণ বায়ুর ঘনত্ব বাড়ে এবং ধুলো ও ধোঁয়া জমে থাকে। তবে দিল্লির তুলনায় কলকাতায় গাড়ির সংখ্যা কম, জনঘনত্বও তুলনামূলকভাবে কম। তবুও ময়দান এলাকায় দূষণের মাত্রা দিল্লিকে ছাড়িয়ে যাওয়া প্রমাণ করে যে প্রশাসনিক গাফিলতি বড় ভূমিকা রাখছে। এই প্রসঙ্গে পরিবেশ প্রযুক্তিবিদরা জানাচ্ছেন, মেট্রো নির্মাণকাজে ধুলো নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নির্মাণস্থল ঢেকে রাখা হয়নি, নিয়মিত জল ছেটানো হয়নি। এছাড়া পুরনো ডিজেলচালিত গাড়ির অবাধ চলাচলও দূষণ বাড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ১৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারের বেশি দূষণ হলে তা বিপজ্জনক। ভারতের মানদণ্ড ৬০ মাইক্রোগ্রাম হলেও বাস্তবে তার চেয়েও অনেক বেশি দূষণ হচ্ছে। ধূলিকণা শ্বাসবায়ুর সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রে চাপ সৃষ্টি করে। শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই পরিস্থিতি সবচেয়ে ক্ষতিকর।

আর এই সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে প্রথমত, প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে হবে। নির্মাণকাজে ধুলো নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে হবে, পুরনো ডিজেল গাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। দূষণের মাত্রা বেশি হলে জনসমাগমে বিধিনিষেধ জারি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। মানুষকে সতর্ক করতে হবে, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের বাইরে যাওয়া সীমিত করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে সবুজায়ন বৃদ্ধি, গণপরিবহণ উন্নত করা এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

পাশাপাশি তাঁরা এও জানাচ্ছেন, কলকাতার দূষণ সংকট আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। দিল্লির ভুল থেকে শিক্ষা না নিলে একই পরিস্থিতি আরও ভয়ানক আকার ধারণ করবে। তাই এখনই সময়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একসঙ্গে কাজ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটি আর বিলম্ব করার মতো বিষয় নয়।

বাংলায় সরকারি সহযোগিতায় অবৈধভাবে কয়লা, বালি উত্তোলন করা হয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে বারংবার কড়া বার্তা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সেই হুঁশিয়ারিকে অমান্য করেই গঙ্গা থেকে বালি উত্তোলনের মতো অবৈধ কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন বালি মাফিয়ারা। এবার বালি মাফিয়াদের নজর পড়েছে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ধোবি ঘাট সংলগ্ন এলাকা। যেখানে খনন যন্ত্র ব্যবহার করে প্রকাশ্যে বালি তোলা হচ্ছে। এ ঘটনায় সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার রাতে তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে গঙ্গা থেকে বালি উত্তোলনের ভিডিও পোস্ট করে টুইটে লিখেছেন, ‘মোটর ও পে-লোডার ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে ধোবি ঘাটের কাছে গঙ্গা থেকে। যদিও ওই এলাকা ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অন্তর্গত। এই ধরনের অবৈধ কাজ একজন এমএলএ-র সুরক্ষায় অপরাধীতে পরিণত তৃণমূলের কাউন্সিলরদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।’ বালি উত্তোলন বন্ধে তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর, রাজ্যপাল, ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশাপাশি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকেও এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার তিনি দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুরে একদিকে রয়েছে লাটবাগান। আর অপরদিকে রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সেনা ছাউনি। এই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনেই রয়েছে ধোবি ঘাট। সেই ঘাটের সন্নিকটে গঙ্গা থেকে প্রকাশ্যে বালি তুলছে এক শ্রেণির অবৈধ কারবারিরা। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, পোর্ট ট্রাস্টকে নাকি লেভি দিয়ে ওখানে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। কিন্তু গোটা এলাকা জুড়ে সেনারা থাকেন। সেখানে একাধিক স্কুল ও কলেজ রয়েছে। রাস্তা দিয়ে বালি ভর্তি ট্রাক গেলে ওই এলাকা দূষণের শিকার হবে। তাঁর অভিযোগ, অবৈধ উপায়ে গঙ্গা থেকে বালি উত্তোলনে স্থানীয় পুলিশ থেকে শুরু করে তৃণমূলের লোকজন এবং বোর্ডের সিইও আছেন। তিনি আরও অভিযোগ, বাংলায় সরকারি সহযোগিতায় অবৈধভাবে কয়লা, বালি উত্তোলন করা হয়। তাঁর দাবি, নিরাপত্তা বেষ্টিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বাইরের গাড়ি ঢুকতে পারে না। অথচ সেখান দিয়ে বালির গাড়ি যাতায়াত করবে। তবে এর ফলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বালি উত্তোলন নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন সহ-সভাপতি কাশীনাথ সাউ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বালি তুলতে নিষেধ করছেন। তবুও বালি মাফিয়ারা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করেই গঙ্গা থেকে বালি তুলছে। অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন রুখতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পুলিশ ও পুরসভার যৌথ অভিযান, মানা হচ্ছে না রুফটপ রেস্তোরাঁর শর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মেছুয়া ফলপট্টির হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৩ জনের মৃত্যু শহরবাসীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনার পরই পুলিশ ও কলকাতা পুরনিগম শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালা বন্ধ করে দেয়। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি ও উৎসবের সময়ে মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে শর্তসাপেক্ষে পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, সিঁড়ি ও ছাদের দরজা খোলা রাখতে হবে, গ্যাস ব্যবহার করা যাবে না, বারান্দা বা কমন স্পেস দখল করা যাবে না, রাস্তার ধারে অন্তত ৫০ শতাংশ খালি রাখতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল, অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটলে উদ্ধারকাজে কোনো বাধা না আসে এবং প্রাণহানি এড়ানো যায়।

কিন্তু বাস্তবে সামনে এল ভিন্ন এক ছবি। গত কয়েক দিনে দমকল, পুলিশ ও পুরনিগমের যৌথ বাহিনী শহরের ২০,২৫টি রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালায় অভিযান চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শর্ত মানা হয়নি। কোথাও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নেই, কোথাও ফায়ার লাইসেন্স নেই, আবার অনেক জায়গায় গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই নিয়ম মেনে চলছে।

পরিদর্শনকারীরা প্রায় ৩০টিরও বেশি বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়ম ধরা পড়ায় সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে ব্যবসা বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির কার সম্পত্তি তা নিয়ে দায়ের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে যে মামলা শুরু হয়েছে, তা আসলে এক দীর্ঘ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কারণ, এই মন্দির ঘিরে প্রশ্ন ছিলই যে এটি জনসাধারণের সম্পত্তি, নাকি রানি রাসমণির বংশধরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আদালতকে আবারও মন্দিরের অতীত, তার অর্পণ নামা, এবং ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যকলাপের দিকে তাকাতে হচ্ছে।

এদিকে ইতিহাস বলছে, রানি রাসমণি ১৮৫৫ সালে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭২ সালে তিনি একটি অর্পণ নামা তৈরি করেন, যেখানে আটজন নাতিকে সেবাইতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁদের ছেলেরা এই দায়িত্ব পালন করবেন বলে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব মূলত পারিবারিক উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে স্থির হয়েছিল।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। ১৯২৯ সালে আদালত নির্দেশ দেয়, সেবাইত কারা হবেন তা ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। আবার ১৯৭২ সালে আশুতোষ দাস নামে এক সেবাইত ট্রাস্টি বোর্ডের বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ আনেন। সেই মামলায় আদালত নির্দেশ দেয়, প্রতি তিন বছর অন্তর ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচন করতে হবে।

বর্তমানে যে মামলা দায়ের হয়েছে তাতে মূল প্রশ্ন হল, মন্দিরের সম্পত্তি কি ব্যক্তিগত ট্রাস্টের অধীনে থাকবে, নাকি জনসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়েই। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি এ অভিযোগও উঠেছে, গত ৫০ বছর ধরে একই ব্যক্তি সম্পাদক পদে রয়েছেন এবং নির্বাচন ভুয়োভাবে হচ্ছে। পাশাপাশি সেবাইতদের একাংশ দাবি করেছেন, ট্রাস্টি মিটিং ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, ফলে মন্দিরের অর্থনৈতিক হিসেব সম্পর্কে তাঁরা অন্ধকারে রয়েছেন। এ ব্যাপারে আদালত কেন্দ্র ও রাজ্যকে নোটিস পাঠিয়েছে, তাঁরা মন্দির ট্রাস্টকে কোনো আর্থিক অনুদান দিয়েছে কি না, তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই মামলার গুরুত্ব কেবল একটি মন্দিরের প্রশাসনিক কাঠামোতে সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণেশ্বর মন্দির বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন, পূজা দেন, আধ্যাত্মিক শান্তি খোঁজেন। ফলে প্রশ্ন ওঠে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান কি কেবলমাত্র একটি পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে?

একদিকে, রানি রাসমণির অর্পণ নামা স্পষ্টভাবে তাঁর বংশধরদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অন্যদিকে, মন্দিরের সামাজিক গুরুত্ব ও জনসম্পৃক্ততা এটিকে কার্যত একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। আদালতের কাজ হবে এই দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করা।

নৈহাটির বড়ার টালিখোলায় কিশোরকে কোপানোর অভিযোগে ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াকে ছুরি দিয়ে এলোপাথারি কোপানোর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিবদাসপুর থানার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ার টালিখোলায়। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় বড়ার টালিখোলা এলাকায়। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম শুভ মজুমদার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধের পর তিন বন্ধু মিলে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। প্রতিবেশী যুবক শুভ মজুমদার ওই তিনজনের ওপর আচমকা চড়াও হয়। দু'জন হাত ছিটকে পালিয়ে গেল একজন কিশোর ধরা পড়ে যায়। অভিযোগ, ওই কিশোরকে এলোপাথাড়ি ছুরি দিয়ে আঘাত করে প্রতিবেশী যুবক শুভ। স্থানীয়রা ছুটে এসে আক্রান্ত কিশোরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে শিবদাসপুর থানার পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্ত যুবক শুভ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে। আক্রান্তের মায়ের অভিযোগ, স্থানীয় যুবক শুভ মজুমদার মাংস কাটার ছুরি দিয়ে তাঁর ছেলেকে আঘাত করেছে।

মহাকাশ জয়ের দোরগোড়ায় ভারত, তরুণদেরই হাতে ভবিষ্যতের হাল: শুভাংশু শুক্লা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ইন্ডিয়ান সেন্টার অফ স্পেস ফিজিক্সের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহরে এসে ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও ইসরোর গগনযান মিশনের অন্যতম কর্তা শুভাংশু শুক্লা জানালেন দেশের মহাকাশ স্বপ্নের নতুন দিগন্তের কথা। একই সঙ্গে তুলে ধরলেন বাংলার সঙ্গে তাঁর পুরনো সম্পর্কের আবেগও। শুক্লার কথায়, ব্যারাকপুরেই হয়েছিল তাঁর বায়ুসেনায় যোগ দেওয়ার পর প্রথম প্রশিক্ষণ। সেই সূত্রে বহু বছর আগে কলকাতাকে দেখা; শহরটা তখনও সুন্দর ছিল, আজও তেমনই মোহময়। আবার ফিরে এসে ভালো লাগছে। দেশের নবীন প্রজন্মকে ঘিরে তাঁর অকুণ্ঠ আস্থা। তিনি জানান, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে যে মেধা, শৃঙ্খলা আর সৃজনশীলতা দেখি, তা অভূতপূর্ব। ওদের প্রতিভা আমাকে প্রতিবারই বিস্মিত করে। তরুণদের উদ্দেশে পরিষ্কার বার্তা; ভারতের বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নতুন প্রজন্মেরই। ২০৪৭-এর মধ্যে দেশকে ‘বিকশিত ভারত’-এর মর্যাদায় পৌঁছনোই লক্ষ্য।

মহাকাশ গবেষণার ভবিষ্যৎ রূপরেখাও তুলে ধরেন তিনি। ভারতের সামনে এখন একাধিক সাহসী মাইলফলক; গগনযান মানব অভিযানের সফল সম্পূর্ণতা, নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ এবং চাঁদে মানব পাঠানোর ঐতিহাসিক পরিকল্পনা।

সময়সীমা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই শুক্লার স্পষ্ট ব্যাখ্যা; মহাকাশ অভিযান স্বভাবতই জটিল। তাই নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা এখনই সম্ভব নয়। তবে লক্ষ্য স্থির; ২০৪০-কে সামনে রেখেই এগোচ্ছে প্রস্তুতি। চলমান পরীক্ষামূলক অভিযানগুলির সাফল্যের ওপর নির্ভর করেই ঠিক হবে চূড়ান্ত টাইমলাইন। তাঁর আত্মবিশ্বাসী মন্তব্যেই শেষ হল মহাকাশ যোদ্ধার বার্তা; সময় যাই হোক, আমরা লক্ষ্যে পৌঁছব।

বেপরোয়া গতির জেরে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনা, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের রাতে ইএম বাইপাসের সার্ভে পার্ক এলাকায় দুর্ঘটনায় মারা গেলেন এক বাইক আরোহী। ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথম ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার গভীর রাতে ইএম বাইপাসে। এক বাইক আরোহী ঢালাই ব্রিজ থেকে রুবি মোড়ের দিকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাইকের গতি যথেষ্ট বেশি ছিল বলে খবর। সিংহবাড়ি মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে প্রথমে বাইকটি ধাক্কা মারে। পরে বাইকটি রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় রাস্তাতেই ছিটকে পড়েন আরোহী। স্থানীয়রা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম অলোকেশ হালদার। পুলিশ ও স্থানীয়দের মতে, রাতে বেশি গতিতে বাইকটি চালানো হচ্ছিল। তার উপর ওই যুবকের মাথায় হেলমেট ছিল না। ফলে দুর্ঘটনার পর রাস্তায় পড়ে তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। এই কারণেই মৃত্যু অলোকেশ হালদারের।

অন্যদিকে, আবারও বেপরোয়া গতির জেরে বুধবার সকালে রেড রোডে দুর্ঘটনা। একের পর এক ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় এক বিলাসবহুল গাড়ি। সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির দুই আরোহী জখম হয়েছেন। এর পাশাপাশি রেড রোডে কর্মরত ২ সাফাইকর্মীকেও ধাক্কা মারে গাড়িটি। আহত চারজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে গাড়িটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে হেস্টিং থানায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই বিলাসবহুল গাড়িতে আরোহী ছিলেন ২ জন। এসএসকেএম হাসপাতালের দিক থেকে ভিক্টোরিয়ার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। রেস কোর্সের সামনে পরপর কয়েকটি ল্যাম্পপোস্টে পরপর ধাক্কা মারে গাড়িটি। সেখানে কাজ করছিলেন ২ জন সাফাইকর্মী। তাঁদেরও ধাক্কা মারে গাড়িটি। একের পর এক ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মারার পর ৭০০-৮০০ মিটার এগিয়ে যায় গাড়িটি। তারপর গাড়িটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার জেরে বিলাসবহুল গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়।

এদিকে এই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি দ্রুতবেগে আসছিল। দুর্ঘটনার পর গাড়ির বেলুন খুলে যাওয়ায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন আরোহীরা। দুর্ঘটনার পর পুলিশ এসে আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে হেস্টিং থানার পুলিশ। গাড়ির চালক মাদকাসক্ত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গাড়ির গতিবেগ কত ছিল, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিলাসবহুল গাড়িটির চালক ও আরোহী একটু সুস্থ হলে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে অনেক সময়ই অভিযোগ ওঠে, সকালের দিকে গাড়িগুলি অস্বাভাবিক গতিতে ছুটে যায়। যার ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

বিপুল বিনিয়োগ, মোদীর হাত ধরেই প্রযুক্তি-বিপ্লব

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে দেশের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আসতে চলেছে বিপুল বিনিয়োগ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সম্প্রতি বিশ্বের তিন শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের পর এমনই সম্ভাবনার দরজা খুলে গিয়েছে। ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর ব্যবহার আরও কীভাবে বাড়ানো যায় এবং তা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কীভাবে, কতটা ব্যবহার করা যায়, তার একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওই বৈঠকে দেশে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আগামীদিনে কয়েক বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ, নতুন অংশীদারিত্ব এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এই বৈঠক নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী দেশের তথ্য-প্রযুক্তি পেশাদাররা। বলা হচ্ছে, মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানি ভারতে ১৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত এটিই এশিয়ায় তাঁদের বৃহত্তম বিনিয়োগ। সংস্থার তরফে যে ইঙ্গিত মিলেছে তাতে এই বিনিয়োগের পুরোটাই ভারতের এআই ফার্স্ট ফিউচার গড়ে তুলতে ব্যয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেশাদাররা বলছেন, এর ফলে, দেশের এআই অবকাঠামো আরও উন্নত হবে। যুবসমাজের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত আরও স্বনির্ভর ও দৃঢ় হবে। ঠিক যেটা চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। এতো গেল এক টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফটের কথা। এদের পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা করেছে আর এক বিখ্যাত আইটি সংস্থা ইন্টেল। সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসাও করেছে তারা। ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশনের সাফল্য বিশ্বজোড়া দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে ইন্টেল ভারতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। ভারতের টাটা ইলেকট্রনিক্সকে সঙ্গী করে তারা এরমধ্যেই নানা পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে। এর ফলে মোদীর 'Make in India for the World' কর্মসূচির দিকেও একটি বড় ধাপ এগিয়ে যাবে ভারত।

শব্দছক ১০

রবি দাস

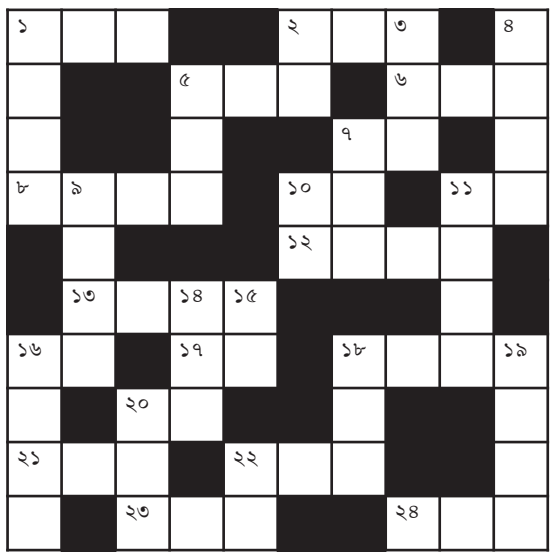

পাশাপাশি: ১. আকৃতি ২. মুক্ত ৫. আপদ ৬. শহর ৭. মন্দ ৮. মিষ্টি কথাবার্তা ১০. গন্ধ ১১. মনের সম্মতি ১২. ধান ভাঙানোর কারখানা ১৩. ধোপানি ১৬. সমর ১৭. বড় গাছের গুঁড়ি ১৮. ঘাসের মত ২০. তির ২১. স্বর্ণ ২২. পুরাকাল ২৩. গরম মশলার একটি পদ ২৪. পরিণয়

ওপর-নিচ: ১. পামর পর্যন্ত ২. আস্বাদন ৩. স্বামীর বোন ৪. আনন্দিত ৫. ঠাট্টা ৭. অঙ্গবস্ত্র ৯. কেতাদুরস্ত নয় ১০. প্রতিহত ১১. যে মাসে দুইটি অমাবস্যা ১৪. প্রভা ১৫. মিশরে নদী ১৬. যিনি বাঁচান ১৮. তৃষ্ণার্ত ১৯. বিশাল বৃক্ষ ২০. গাছের ছাল ২২. শরীর

সমাধান ৯ — পাশাপাশি: ১. দামী ২. শিকারা ৫. চোখ ৬. তলাভিঘাত ৮. নজর ১০. পাকা ১১. কামনা ১২. রমলা ১৪. জোরদার ১৫. নাকছাবি ১৭. মরদ ১৯.অনাথা ২০. বন ২১. পারদ ২৩. মাধ্যাকর্ষণ ২৪. সখা ২৫. তড়িৎ ২৬. কম

ওপর-নিচ : ১. দাদন ২. শিখ ৩. রাতকানা ৪. অভিসার ৫. চোর ৭. তবলা ৯. জনজোয়ার ১০ পামর ১১. কাদা ১৩. মনোবিকার ১৫. নানান ১৬. কথা ১৭. মহিমা ১৮. দমকল ১৯. অবনত ২১. পাখা ২২. দশম ২৪. সৎ

আজকের দিন

■ **১৯০১** — গুগলিয়েলমো মার্কনি প্রথম ট্রান্সআটলান্টিক রেডিও সংকেত প্রেরণ করেন।

■ **১৯৪৬** — জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল (ইউনিসেফ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৭২** — অ্যাপোলো ১৭ নভোচারী চাঁদে হেঁটে যাওয়া শেষ মানুষ হন।

জন্মদিন

১৯২২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমারের জন্মদিন।*

১৯৩৫ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৬৯ *বিশিষ্ট দাবা খেলোয়াড় বিশ্বনাথন আনন্দের জন্মদিন।*

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ডিসেম্বর মানে.....

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ডিসেম্বর চলছে। হালকা ঠান্ডা উপলব্ধি করছে সকলে। আর এরই মধ্যে বেশ কিছু স্কুলের পরীক্ষা শেষের পর ছুটিও শুরু। সামনে আসছে বড়দিন। এই বড়দিনের মজাই আলাদা। সান্তা ক্লজ নিয়ে উন্মাদনা দেখা যাবে স্কুলের কচিকাঁচা থেকে বড়দের মধ্যেও। প্রায় সকলেই পার্কস্ট্রিট যাবে ওই বড়দিনে। খ্রিস্টমাস কে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান হওয়ার উন্মাদনা দেখা যায় ছোট থেকে বড় সকলের মধ্যেই। আসলে মানুষের মধ্যে এই অবসরের উন্মাদনা বেশিরভাগ দেখা যায় বছরে শেষ মাস অর্থাৎ এই ডিসেম্বর মাসকে কেন্দ্র করেই। যারা অফিসে কাজ করেন তাদের ছুটিও নেওয়ার হিড়িক পড়ে যায় এই ডিসেম্বর মাসেই। তাই ডিসেম্বর মানেই একটা আনন্দের আবেগ আমাদের মনে কাজ করে। আমরা ছুটিতে বেরিয়ে পড়ি। আমরা বড়দিন এনজয় করি, আমরা খ্রিস্টমাস উপলব্ধি করি। আর এই ভাবেই আমাদের ডিসেম্বর এক নতুন আনন্দময় পূর্ণাঙ্গ জীবনের এক অধ্যায় হয়ে ওঠে। স্কুল ছুটি হলে মূলত পিকনিকের বা কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য মন ছুটে চলে। ডিসেম্বর আমাদের জীবনে শীতকালীন অধিবেশন হয়ে ওঠে আমাদের মনের ঘরে। কেমন ভাবে, কিভাবে তা মনের অলিন্দে ঘুরপাক খায় চলুন সেই পথেই পায়চারি করে আসি।

চলুন একেবারে শৈশব থেকে শুরু করা যাক। শৈশব মানে আমাদের এক অনাবিল আনন্দ মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। কখন ছুটি পাব, কখন বাবার সঙ্গে ঘুরতে যাব মানে সে বেড়ানোই হোক বা পিকনিক ই হোক- একটা আলাদা আনন্দ। আর ঠিক এই কারণেই এই আনন্দের সাথে শৈশব মিলেমিশে একাকার। ছোটবেলাটা আমাদের সকলেরই কেটেছে বেশ খুশি আনন্দে। আমাদের অনেকেরই শৈশব কেটেছে মহা ধুমধামে। কিন্তু পরবর্তীকালে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে এই পরিবর্তন আর আমাদের সময়ের ছোটবেলার মধ্যে অনেকটাই ফারাক। কেন ফারাক যদি তার বিচার করা যায় তবে আমরা দেখতে পাবো যে তখনকার ছোটবেলা খুশি থাকা যেত খুব অল্পতেই। আমাদের শৈশব গুলো সুন্দরভাবে কেটে যেত ওই অল্পেই। সারা বছর ধরে আমরা অপেক্ষা করতাম আমাদের এই শীতকালীন সময় বিশেষত নভেম্বর ডিসেম্বর এর দিকে। মানে অনেকটা সময় কাটানো আমদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিল। না এখন আর তেমনটা হয় না। আমরা দেখেছি এখনকার ছোটবেলা খুব ব্যস্ততায় কাটে। মানে পড়াশুনার ব্যস্ততা। প্রচুর চাপ তাদের। হাফিআর্লি আর অ্যানুয়ালি নিয়ে আর পরীক্ষা চলে না। এখন সারা বছরই পড়ার চাপ। তাই তারা যতটা পারে অবসরকে এনজয় করে। মানে এক কথায় তারা একটু ছুটি বা অবসরের জন্যে হ্যাঁ পিত্যেশ হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেও অনেকে খুব আনন্দে থাকতে পারে। আবার অনেকেই পারে না। তবে খুশির মাত্রা যদি অল্পেতে থাকে তবে কোনো চিন্তার থাকে না। আর যদি মাত্রাধিক হয় তবেই বিপদ। আর এখনকার দিনে এই বিপদেই অনেকে।

নলেন গুড়, রস, পিকনিক বা বনভোজন বা কো থাও ঘুরতে যাওয়া হোক না কেনো আমরা দেখেছি আমাদের ছোটবেলা ছিল দি বেস্ট। এর পর এটা ক্রমশ ধারে ও ভারে জটিল হয়ে যায়। আমরা এই সময় সার্কাস, বিজ্ঞান মেলা, পুষ্প প্রদর্শনী, রাশ মেলা, সংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখে থাকি। এখানে মানুষ একরাশ আনন্দে কাটায় মানুষ। এক শ্রেণীর মানুষ এই নিয়ে মেতে ও থাকেন। অনেকেই এই অপেক্ষা করে থাকেন এই রকম প্রোগ্রাম কখন হবে। দেখা গেছে পাড়ায় পাড়ায় বসে আঁকা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। আর সেখানে কচিকাঁচাদের অংশগ্রহণে হিড়িক দেখা যায়। হস্ত শিল্পের মেলাও বা বাদ যাবে কেনো। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অনেকেই এই মেলায় অংশ গ্রহন করে থাকে। আর শহুরে মানুষ হুজুকে ব্যস্ত। কোথায় কখন কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে, কোন কোন শিল্পী আসছে বাংলা না বোম্বে এইসব নিয়ে মাতামাতি দেখা যায়। বিশেষত ডিসেম্বর এবং কিছু ক্ষেত্রে জানুয়ারিতে ও আমরা শীতকালীন প্রোগ্রাম সেগুলো দেখে থাকি। তবে ডিসেম্বর আমাদের এক অনাবিল আনন্দ সৃষ্টি করে চলে। এরপর আছে বড়দিন। বড়দিন মানেই আমাদের খ্রিস্টানদের এই উৎসবে বিশেষ মাতামাতি দেখা যায়। মনে হয় এই রাজ্যে যত না খ্রিস্টান এই অনুষ্ঠান- উৎসবে অংশগ্রহণ করে তার থেকে অনেক অনেক বেশি বাঙালিরা এই উৎসবে মাতে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মূলত গির্জা গুলিতে ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। এই খ্রিস্ট মাসে মানে বড়দিনের আগে পরেও আমরা দেখতে পাই এই উৎসবের রমরমা। যদি বলেন বাজারের কথা তাহলে সেখানে দেখতে পাবো সান্তা ক্লজ এর ড্রেস, টুপি, বেল্ট,খ্রিস্টমাস ট্রি - এরকম বহু কিছু। যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কথা বলেন তবে আমরা দেখব প্রায় একমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় সান্তা ক্লজকে নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। ছোটরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আর মা বাবারা তার সঠিক যোগান দিয়ে থাকেন। বড়দিন উপলক্ষে অনেক আগে থেকেই কোন কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে হয়ে যায় এই প্রী খ্রিস্টমাস প্রোগ্রাম। আর তারপরেই পড়ে যায় ছুটি। ঠিক আর পরেই নতুন ক্লাসে ওঠার প্রস্তুতি লেগে থাকে। আর এই ফাঁকে সোজা কোথাও ঘুরতে যাওয়া একপ্রকার বায়না তে পরিণত হয়।

সার্কাস শিল্পটা এখনও বেঁচে আছে এই শীতকালীন সময়ের জন্যই। মানে সেই ডিসেম্বরের জন্যই আমরা দেখেছি সার্কাস দেখতে বাচ্চারা খুবই আনন্দ পায়। তাই এই শীতকালীন সময়ে সার্কাসের এত রমরমা দেখতে পাওয়া যায়। বাঘ, ভাল্লুক, হাঁটি সিংহ, জোকার দেখতে কোন শিশুর না আগ্রহ আছে তাই বাবা মার কাছে আবদার এসে থাকে সার্কাস দেখার বাচ্চারা এতে খুবই আনন্দ পায় এবং যেহেতু পরীক্ষা শেষ স্কুল ছুটি তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় এই শিশুরাই সার্কাস শিল্পটা কে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাদের শৈশব টা এমন ভাবেই কাটে। এরপর যখন শিশু বড় হয় তখন তার আনন্দ তার নিজের চেনা। তার উচ্ছ্বাস বা তারতম্যে বাবামায়ের চোখ থেকে না। সে তার বন্ধুদের নিয়েই মজে থাকে। কেউ কেউ অল্পতেই অতিরিক্ত বেড়ে যায়। আরো বড় হলে অনেকেই বাবা মাকে ঠিকমতো গুরুত্ব দিতে চান না। তারা তাদের জীবনের দিকটি ঠিক করে। তবে বাবা মায়ের চোখে নিজেকে দেখা, তার আনন্দ, তার যথার্থতা যতটা সঠিক হবে নিজের সিদ্ধান্ত ততটাই পলগা হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়।

সামুদ্রিক পাখি উৎসব, কেক উৎসব এই সময়েই দেখা যায়। এই পাখি উৎসবে ছোট, বড় সকলের অপরিসীম আনন্দ, উচ্ছাস দেখতে পাওয়া যায়। তবে একটা কথা বলতেই হয় যে যারা জীবনে সব পেয়েছির আসর আগেই অনুভব করেছে তাদের কাছে ডিসেম্বর তেমন গুরুত্ব পায় না। তবে মনে করি যে প্রচুর পরিশ্রমের পর একটু অবসর বা অনেক অভাবের পর একটু খুশি আমাদের মাত্রাধিক আনন্দ দেয়। অথচ আমরা জানি যে - সব পেলে নষ্ট জীবন। জীবন তো সেটাই যেখানে চরম কষ্ট থাকবে এবং সেখান থেকে নিজেকে উত্তরণ করতে হবে। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেটা বোঝে না। সব পেয়েছির আসরে তারা কখন হারিয়ে গেছে। বেশি বললেই আপনি হয়ে যাবেন ব্যাকডেটেড। আপনিও অযথা তাদের মুখ লাগাতে জানেন না। এটাই ভাববেন যাক বাবা যে যা করছে করুক। হ্যাঁ, কোনো প্রতিবাদ নেই। সমাজের অবস্থা এখন ভয়ানক। এখনতো সেই পিকনিকের কথা তো বলা হয়নি যেখানে অসভ্যতা হয়, যেখানে বাওয়ালী, মারামারি, এমনকি মৃত্যু অবধি ঘটে যায়। ভুল বললাম। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানো হয়। অতিরিক্ত নেশা করা তো বহু মানুষের হ্যাবিট হয়ে গেছে। আর তার উপর যদি কোথাও ঘুরতে যাওয়া, পিকনিকের মত আয়োজন হয় তো কোনো কথা হবে না। ছোটদের মধ্যেও এই প্রভাব পড়ে যাচ্ছে। আমরা যেটা চিন্তা করতে পারি না ছোটরা কখনও বন্ধুদের পাল্লায় পরে কিম্বা বদ সঙ্গে নিজের জীবনকে অতিরিক্ত খারাপ দিকে নিয়ে যায়। তাই শীতকাল মানে যে অনাবিল আনন্দ দেখা যায় তাতে থাকতে দেখা যায় বহু ভয়, বহু সংশয়। তাই সতর্ক থাকতে হবে। যতদিন পারুন সন্তানকে আগলে রাখুন, শাসনে রাখুন, সতর্কতার সঙ্গে যত্ন নিন। কারণ দিনকাল ভালো নয়। বাড়ির অনুশাসন ঠিক রাখুন। একেবারে ছোটবেলার পরিবেশ থেকে সাবধানে রাখুন। নইলে, শীত গ্রীষ্ম কি বর্ষা পাবেন না ভরসা।

মধ্যপ্রদেশে হবু পুলিশদের ভাগবত গীতা পাঠই বুঝিয়ে দিল
ভাগবত গীতা হল নীতি শিক্ষার আধার

প্রদীপ মারিক

মধ্যপ্রদেশ সরকার দেখিয়ে দিল ভাগবত গীতা'ই হল ন্যায় নীতির আলোকবর্তিকা। হবু পুলিশকর্মী যারা ভবিষ্যতে অপরাধ দমন করবেন তাদের ধার্মিক জীবনযাপন জরুরি। সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য প্রশিক্ষণরত পুলিশকর্মীদের গীতা পাঠ বাধ্যতামূলক করল মধ্যপ্রদেশ সরকার। গত জুলাই মাস থেকে মধ্যপ্রদেশের ৮টি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪০ হাজার যুবক-যুবতীর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। চলবে আগামী নয় মাস। এই প্রশিক্ষণেই গীতা পাঠকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশিকা জারি করেছেন মধ্যপ্রদেশ পুলিশের এডিজি রাজাবাবু সিং। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন গীতা পাঠ করলে হবু পুলিশ কর্মীরা ন্যায়পরায়ণ হবেন। কী ভাবে সৎ জীবনযাপন করতে হয় শিখবেন। তাই প্রতিদিন রাতে ধ্যানের আগে গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করতে হবে।' গীতা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ, এমন দাবি করে মধ্যপ্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র পঙ্কজ চতুর্বেদী বলেছেন, 'গীতা পাঠকে যদি কেউ সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেন, তা হলে তাঁর ভারতীয়ত্ব নিয়েই সন্দেহ হয়। এটা কারও উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া গীতা দর্শনের কথা বলে। এর মূল ভাব বুঝে যদি পুলিশ আরও দায়িত্বশীল হয়, তা হলে দেশ এবং সমাজেরই মঙ্গল হবে।

ভারতীয় সংবিধানে ৩০ নম্বর ধারায় সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক অধিকার বজায় রাখার একটি বিধান। এবং এটি সংখ্যালঘুদের ভাষাগত এবং ধর্মীয় উভয় অধিকারকে তাদের নিজস্ব পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সংবিধানের ৩০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের তাদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এ সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। সংবিধানের ৩০ নং ধারায় দেশের নাগরিকদের সংবিধানে বর্ণিত সমানাধিকারে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষার অধিকার থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোন লিপিবদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি নেই। এই অনুচ্ছদে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রচারের সুযোগ রয়েছে, যদিও অন্য সব ধর্মের এই অনুমতি নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ হল ঋষি মুনির দেশ। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত হ'ল 'বৈজ্ঞানিক সত্যের আধার', মূল্যবোধের আকর হিসেবেও সেই প্রাচীন সাহিত্যেই এ দেশের অঙ্গ। দেশকে 'সাংস্কৃতিক দূষণ' থেকে মুক্ত করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে নীতিশিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করতে রামায়ণ-মহাভারত-গীতা অবশ্যই গ্রহণীয়

ভগবতগীতার অর্থ হলো ঈশ্বরের গান এবং শ্রীমদ্ হলো এর বিশেষণ। ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাতশত শ্লোকের ধর্মগ্রন্থ। তাই একে সপ্তশতী বলা হয়। এটি সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারত-এর অংশ। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবতের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত আছে যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আবার দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বর্ণনাও পাওয়া যায় গীতায়।

অর্জুন ও কৃষ্ণ সম্বাদ গীতায় স্থান পেয়েছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ বলতে গেলে সবকটা অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্ত অর্জুনকে বলে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকূলকে বলেছেন। ব্যক্তিকে কর্মের গুরুত্ব বোঝায় গীতা। এমনকি শ্রেষ্ঠ মানব জীবনের সার রয়েছে এই গীতার মধ্যে। এতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে, যাতে জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, একমাত্র সময়ই ঠিক করে দেয় মানুষের জীবনে সুখ আসবে না দুঃখ। জীবন কেমন কাটবে, সেই সংকেত মানুষ তার কার্য থেকেই বুঝতে পারবেন। এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। পশু-পাখিদের থেকেও সেই সংকেত অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে সেই সংকেতগুলো বোঝা হয়তো সম্ভব হয়নি। 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ / যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিসৃতা।' ভগবদ্ গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোন বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্ গীতা শ্রবণও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষের নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ ভগবদ্ গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ ভগবদ্ গীতা হচ্ছে বেদের সার এবং এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। মানুষ নিজেদের ধর্মকে অনুসরণ করে আসে, পৌরাণিক তাৎপর্য গুলি তাদের হৃদয়ে একটি অতি বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। হিন্দু ধর্মেরও কিছু পৌরাণিক সাহিত্য রয়েছে যেগুলি শিক্ষা ও প্রচারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষ স্থানীয় গুলির মধ্যে হিন্দুরা শ্রীমৎ ভাগবত গীতার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা এবং ন্যায় নীতির শিক্ষার জন্য ভাগবত গীতা শ্রবণ এবং পঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশি হয়ে পড়েছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার যেমন হবু পুলিশদের নীতি শিক্ষার জন্য শ্রীমৎ ভাগবত গীতা পাঠ বাধ্যতামূলক করেছে তেমন ই ভারতীয় জনতা পার্টি ছাব্বিশে বঙ্গ দখলের পরই বঙ্গবাসী থেকে বঙ্গের প্রশাসনও শ্রীমৎ ভাগবত গীতাকে জীবনের অঙ্গ করে নেবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চর্চাবাসর ১৭

'শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে', 'শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে', 'শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল গানের বেলা শেষ না হতে হতে'; বিভিন্ন লেখায় শীতকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে মৃত্যু এক কর্মীর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কর্মীর মধ্যে বচসার জেরে মৃত্যু এক তৃণমূল কর্মী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী গোষ্ঠীর লোক লাল্টু সিকদার। মঙ্গলবার সাতগেছিয়া বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অন্যদিকে, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মহম্মদ ইসমাইল গোষ্ঠীর তৃণমূল কর্মী তারু শেখ নামে ওই ব্যক্তি সকালে চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে মঙ্গলবারের বইমেলার কর্মসূচিতে যোগদান নিয়ে তারু শেখ, লাল্টু সিকদারকে কিছু উস্কানিমূলক কথা বলেন। সেই নিয়েই দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসাকে ঘিরে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় এবং তখন তারু শেখ, লাল্টু শিকদারকে মারধর করেন বলে অভিযোগ পরিবারের। লাল্টু শিকদারের বুকে পেস মেকার লাগানো ছিল। তাতে ধাক্কা লাগার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

অবশেষে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের ইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা গোপাল শেঠ। 'কী মধু আছে ওই চেয়ারে' পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির। দলীয়ভাবে আগেই পদত্যাগ করতে বলা হলেও, দলের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই তৃণমূলের গোষ্ঠী কোনও দলের জেরে তাল বাহানা চলছিল দলের অন্দরে। এদিন আস্থা ভোট শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই ইমেইল মারফত ইস্তফাপত্র বনগাঁ পুরসভার এক্সিকিউটিভ আধিকারিকের কাছে মেইল মারফত পাঠিয়ে দেন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ ইস্তফা দিতেই ব্যান্ড বাজিয়ে আবির খেলে বনগাঁতে তৃণমূলের মিছিল। বনগাঁ পুরসভায় প্রবেশের মুখে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুরসভাতে প্রবেশ করল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা কাউন্সিলররা। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের ইস্তফা নিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বজিৎ দাস বলেন পরাজয় নিশ্চিত জেনে আস্থা ভোটের আগে পদত্যাগ করেছেন চেয়ারম্যান বুধবার বনগাঁ সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেমনভাবে রাস্তায় নেমেছে তাতে প্রমাণিত হল দলের নির্দেশ ঠিক আছে। আগামী ২০২৬ সালে তা প্রমাণিত হবে। আস্থা ভোটে সমর্থন করেছেন ২২ কাউন্সিলারের মধ্যে মোট ২০ কাউন্সিলার। তবে গোপাল শেঠ এবং বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল ছিলেন না, এতদিনের এই আস্থা ভোটের মিটিয়ে। তবে বনগাঁ পুরসভার পরবর্তীতে কে চেয়ারম্যান হবেন তা, দল যা সিদ্ধান্ত দেবে সেটাই এমনটা বললেন বিশ্বজিৎ দাস। 'কী মধু আছে ওই চেয়ারে' এই বলে পালটা কটাক্ষ বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডলের। যেভাবে বিজয় উল্লাস দেখা গেল মনে হল বিরোধীদের হাতে ছিল এই পুরসভা বুধবার তৃণমূল ছিনিয়ে নিল। 'ওই চেয়ারে কী মধু আছে যার জন্য একদিকে চেয়ারম্যান অসুস্থতার ভান দেখিয়ে ঠ্যাং তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলেন।' অন্যদিকে বাকিরা চেয়ারের জন্য দড়ি টানাটানি করছেন। তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দেবদাস মণ্ডল।

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP)

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
14 Dec 2025	Physical	5:00 PM	7:00 PM	Panihati White Hall T.N. Banerjee Road, Panihati, Kolkata- 700114.

For any queries/ clarifications please contact : Roshni Srivastava - 8820659392

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মূল্যায়ন শুরু দক্ষিণ দিনাজপুর জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বুধবার থেকে শুরু হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে তৃতীয় চূড়ান্ত সার্বিক মূল্যায়ণ (সামেটিভ)। আগামী কয়েক দিন ধরে জেলার প্রায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে চলবে এই পরীক্ষা। পুরো বিষয়টি সরে জমিনে খতিয়ে দেখতে এদিন বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় উপস্থিত হন ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে তিনটি সামেটিভে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম সামেটিভ হয় এপ্রিল মাসে। দ্বিতীয় সামেটিভ হওয় অগস্ট মাস নাগাদ। তৃতীয় সামেটিভ হয় ডিসেম্বর মাসে। তিনটে সামেটিভ নিয়ে পড়ুয়াদের সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়। সেইমতো দ্বিতীয় সামেটিভ হওয়ার পরে তৃতীয় সামেটিভের জন্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে গত ১০ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই মতো জেলা জুড়ে প্রায় ১১৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একযোগে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে পঞ্চম শ্রেণি (যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণি রয়েছে) পর্যন্ত শুরু হওয়া এই পরীক্ষা চলবে আগামী ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'আজ থেকে জেলাজুড়ে তৃতীয় সামেটিভ ইভালুয়েশন শুরু হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রশ্নপত্র আমাদের উপস্থিতিতে বিতরণ করা হয়। জেলা জুড়ে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সুষ্ঠুভাবে যাতে পরীক্ষার সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে।'

মৎস্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বুলেট গাড়ি পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: 'মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে' এই কথাটি যেন সত্য প্রমাণিত হল। প্রমাণ করলেন ভাতারের পাটনা গ্রামের এক যুবক। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি মৎস্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বুলেট গাড়ি প্রথম পুরস্কার হিসেবে যেতেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের পাটনা গ্রামের বাসিন্দা রহিম মণ্ডল। বহু দিন থেকে তিনি মাছ ধরার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এনিয়ে এতদিন প্রচুর কথা শুনতে হতো বাড়ির লোকজনদের কাছ থেকে। রহিমবাবু শুধু একটা কথাই বলতেন,প্রবাদ বাক্যে আছে, 'মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে। আমার সুখের দিন ঠিক আসবে।' আর ঘটেও গেল তা। সম্প্রীতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি মৎস্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রায় ৭ কিলো ওজনের কাতলা মাছ হুইল দিয়ে পুকুর থেকে তুলে প্রথম পুরস্কার হিসেবে তিনি জিতে যান একটি বুলেট। পুরস্কার জেতার পর সেই বুলেট নিয়ে গ্রামে ঢুকতেই গ্রাম জুড়ে খুশির হাওয়া।

যুকো ব্যাংক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
সন্তোষপুর শাখা
১৬৩, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের (২০০২ -৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণকে গৃহীত ঋণ সুবিধাদির বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
কোনও কারণে আপনারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ অনুযায়ী ব্যাঙ্কের নিকট আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) উক্ত আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে আদায়ের জন্য তার অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনাদের নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (১৩) সংস্থান অধীনে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই নিম্নে বিস্তারিত মতে জামিনদত্ত সম্পদের কোনওরকম বিক্রি, লিজ বা অন্যভাবে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে ব্যাঙ্কের লিখিত অনুমতি ব্যতীত।
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত অ্যাকাউন্ট এবং জামিনদত্ত সম্পদ, বকেয়া পরিমাণ, অন্যান্য শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে ব্যাঙ্কের নিকট আদায় দিতে হবে।
আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট নোটিশ ব্যাঙ্কের পক্ষে কোনও প্রভাব ব্যতীতই উপায়ান্তর হিসেবে এবং কোনও আইনের প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে প্রয়োজনীয় মতে এই নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ক) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) শাখার নাম ফোন নং সহ	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	১. এনপিএ-তারিখ ২. দাবি নোটিশের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
ক) **অনামিত্র সেনগুপ্ত** (আবেদনকারী) অশোক অ্যাপার্টমেন্ট, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ২৪ ইলোরা রোড, সন্তোষপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৭৫। **খ) শাখা : সন্তোষপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চতুর্থতলে ফ্ল্যাট নং ৩বি, পরিমাপ আনুমানিক ৫৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, আরএস দাগ নং ৭৭৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রাধীন ওয়ার্ড নং ১০৪, প্রেমিসেস নং ২২৭, অজন্তা রোড, ডাক ঠিকানা : ২৪ ইলোরা রোড, থানা : সার্ভে পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৪, কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন। **সম্পত্তি শ্রী অনামিত্র সেনগুপ্ত, পিতা প্রয়াত অশোক সেনগুপ্ত, এবং শ্রীমতি অপরাজিতা দাশগুপ্ত, স্বামী অনামিত্র সেনগুপ্ত।** **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৪ ফুট চওড়া রোড এবং বাঁধ; **দক্ষিণে :** অংশ সিএস দাগ নং ৭৭৯; **পূর্বে :** অংশ সি এস দাগ নং ৭৮১; **পশ্চিমে :** অংশ সি এস দাগ নং ৭৭৯।	১. ২৮.০৯.২০২৫ ২. ২৪.১০.২০২৫ ৩. **১৮,২২,১৭৭.০০ টাকা** (আঠার লাখ বাইশ হাজার একশ সাতাত্তর টাকা) **৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ**

দ্রষ্টব্য : সারফেসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) ধারার অধীনে এই নোটিশটি উক্ত আইনের অধীনে পূর্বে জারি করা সমস্ত নোটিশকে বাতিল করে।

তারিখ : ১৫.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

জয়রামবাটিতে দ্বিতীয় বর্ষের সারদা মেলার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মা সারদা দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে এ বছর পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে জয়রামবাটিতে শুরু হল দ্বিতীয় বর্ষের সারদা মেলা। পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে আবির্ভাব শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর জয়রামবাটিতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

কামারপুকুরের আদলে জয়রামবাটি মাতৃমন্দির সংলগ্ন আমোদর নদ এলাকার তীরে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে এই সারদা মেলা। আজ শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে মেলা, যা চলবে আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সেন জানান, 'দীর্ঘদিন ধরেই জয়রামবাটিবাসীর দাবি ছিল মা সারদার নামাঙ্কিত একটি মেলার। মা সারদা দেবীর জন্মতিথিকে কেন্দ্র করেই সেই দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করা এই মেলায় এবছর আগের তুলনায় জাঁকজমক অনেকটাই বেড়েছে।' উদ্বোধনী দিনে জয়রামবাটি মাতৃ মন্দির থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ঠাকুর, মা সারদা ও স্বামীজীর প্রতীকৃতি সহকারে মাতৃমন্দির থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি শেষ হয় মেলা প্রাঙ্গণে। সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রায় পা মেলান।

মেলার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এ বছর হরিদ্বার থেকে আগত সাধুদের অংশগ্রহণে আমোদর নদের ঘাটে বিশেষ গঙ্গারতির আয়োজন করা হয়েছে। মা সারদা দেবী আমোদর নদকে 'গঙ্গা' বলতেন, সেই স্মৃতিকে স্মরণ রেখেই এই বিশেষ আয়োজন। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের মহারাজজি। উপস্থিত ছিলেন কোতুলপুরের বিডিও, কোতুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুব্রত দত্ত সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। জয়রামবাটি শাখা রামকৃষ্ণ,বিবেকানন্দ মিশনের মহারাজ স্বামী প্রভুত্বানন্দ মহারাজ জানান, 'গত বছরের তুলনায় এ বছর মেলার জাঁকজমক,দোকানের সংখ্যা এবং মানুষের উৎসাহ সবই বেড়েছে।' তিনি বলেন, 'কামারপুকুরে দীর্ঘদিন ধরে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে মেলা হলেও জয়রামবাটিতে মা সারদার জন্মতিথিতে এমন একটি মেলার অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ হওয়ায় সকলের কাছেই এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।' মেলার ক'দিন প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মা সারদা দেবীর জন্ম তিথিকে কেন্দ্র করে জয়রামবাটিতে এই সারদা মেলা ক্রমশই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হচ্ছে বলে মত আয়োজক ও দর্শনার্থীদের।

পুরুলিয়ায় চাকরি মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বুধবার পুরুলিয়া পলিটেকনিক কলেজে কারিগরি শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের অধীনে উৎকর্ষ বাংলা-পুরুলিয়া কর্তৃক একটি চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। জেলা শাসক কোন্থাম সুধীর, আইএএস, অতিরিক্ত জেলাশাসক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার যোগেশ অশোকরাও, আইএএস পি.বি.এস.এস.ডি-এর জেলা নোডাল অফিসার এবং পুরুলিয়া পলিটেকনিকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১১টি স্বনামধন্য কোম্পানির প্রতিনিধিরা চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি প্রদানের জন্য এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৩৫০ জনেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী এই চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১০২ জন সফল প্রার্থীদের চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে চাকরি মেলা থেকে।

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা, দুর্গাপুর, সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান (পব ইমেল : cs8222@pnb.bank.in)

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট ই-নিলাম নোটিশ এই সংবাদপত্রের ১৬.১১.২০২৫ সংস্করণে সম্পত্তি সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা এর অনুযায়ী : **১- সুমন দাস, ২. মেসার্স অর্কিড (স্বত্বা :- কমল কয়াল), ৩. গুপ্তা পলি ট্রেডার্স,** ই-নিলাম তারিখ **১১.১২.২০২৫ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ৩০.১২.২০২৫** করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সহ সংরক্ষিত মূল্য এবং সম্পত্তির বিবরণ অপরিবর্তিত থাকাবে।

তারিখ : ১০.১২.২০২৫, স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
এআরএমবি দুর্গাপুর

থানা ঘেরাও সনাতনী ঐক্য মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগে থানা ঘেরাও সনাতনী ঐক্য মঞ্চের। বুধবার উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুর থানায়। অভিযোগ, রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছে এবং ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে হিন্দু ছাত্রদের প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে দাবি সংগঠনের। অভিযোগের ভিত্তিতে সনাতনী ঐক্য মঞ্চ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি জমা দেয়। বিজেপির সুমন্ত মন্ডল জানান, 'যারা পড়ুয়াদের মস্তিষ্ক বিকৃত করছে, অপরাধমূলক কাজ করছে তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।' ঘটনাস্থলে ছিল দুর্গাপুর থানার পুলিশ বাহিনী।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক -এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রী ত্রিদিব মুখার্জি, ই-মেল আইডি -sbi.16822@sbi.co.in মোবাইল - ৯৪৩৫৭৩১৪৪২

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে **২৬.১২.২০২৫ তারিখে** ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** মাধ্যমে **সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** পর্যন্ত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতী বন্দনা বরুয়া** প্রযত্নে শ্রী প্রমোতেশ বরুয়া **ঠিকানা :** ০৪/৬০৬, চাইলেঙ্গতা বাজার পাড়া মানু ধালাই, ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯২৭৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১-ডি, উত্তর/পূর্ব কোনে, দোতলায় পরিমাপ এরিয়া ১০৪০ বর্গফুট টাইলসের মেঝে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি বহুতল ভবনে নাম **"মহাবীর রেসিডেন্সি"**, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত সংযুক্ত প্লটে জমির পরিমাপ কমবেশি ৬ কাঠা ২ ছটাক ৪০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : রেকজোয়ানি, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৯৮, তৌজি নং ২৯৯৮, হাল ১০, সিএস খতিয়ান নং ১৬৯৩, আরএস খতিয়ান নং ২০৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৯১, ৬১৯০, ৫২৯০, সিএস দাগ নং ৩০৮, আরএস/এলআর দাগ নং ৩২৮, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,রাজারহাট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস অধীন,	**২৬,৮০,১৬৮.৫৯ টাকা (ছাব্বিশ লাখ আশি হাজার একশ আটষট্টি টাকা এবং উনষাট পয়সা) ১৬.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১৭.০৬.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ৩০,২৩,০০০.০০ টাকা খ) ৩,০২,৩০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

থানা : রাজারহাট, পিন : ৭০০১৩৫, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং তদস্থিত জি-৪ তলা বসবাসের ভবন।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০২১, পৃষ্ঠা ১৫৯০০০ থেকে ১৫৯০২৯, দলিল নং ১৫২৩০৩৬৬২ -২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রীমতি বন্দনা বরুয়া, পিতা শ্রী প্রমথেশ বরুয়া এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি আরএস দাগ নং ৩৩২ এবং ৩৩৪। **দক্ষিণে :** প্লট নং ডি এবং জমি আরএস দাগ নং ৩২৮ (অংশ)।
পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রোড। **পশ্চিমে :** জমি আরএস দাগ নং ৩৩১।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।

পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৫.১২.২০২৫ এবং ১৯.১২.২০২৫ সময় দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১১.১২.২০২৫
স্থান : রাজারহাট
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেনে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	ক. তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ
১. মেসার্স ডিএপি ফ্যাশন ক্রিয়েশনস প্রা. লি. X-২৫, এস এ ফারুকি রোড, পো - বড়তলা, থানা - নদিয়াল, কলকাতা - ৭০০০১৮ **আরও ঠিকানা -** গ্রাম - দুলালপুর, পো - খ াগরামুড়ি, থানা - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪০ **২. শ্রী সাবির আলি শেখ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত আনসার আলি শেখ X-২৫, এস এ ফারুকি রোড, পো - বড়তলা, থানা - নদিয়াল, কলকাতা - ৭০০০১৮ **৩. শ্রী শেখ আবিদ আলি (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত আনসার আলি X-২৫, এস এ ফারুকি রোড, পো - বড়তলা, থানা - নদিয়াল, কলকাতা - ৭০০০১৮ **৪. নাসরিন পারভিন (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** স্বামী শেখ আবিদ আলি X-২৫, এস এ ফারুকি রোড, পো - বড়তলা, থানা - নদিয়াল, কলকাতা - ৭০০০১৮	ক) **৪,৪১,২২,০৯৮.২২ টাকা** (চার কোটি একচল্লিশ লাখ বাইশ হাজার আটানব্বই টাকা এবং বাইশ পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৮৪৮১, **২৮.০২.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ২৮.০২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) বকেয়া **খ) ১২.০৮.২০২৫** **গ) ০৮.১২.২০২৫**	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ৫ কাঠা ১ ছটাক ১০ বর্গফুট - ২৮ ডেসিমেল থেকে, দাগ নং ১৮৯, এবং ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট - ১৩ ডেসিমেল থেকে, দাগ নং ১৯০ এবং ৩ ছটাক ০৫ বর্গফুট, দাগ নং ১৯১, মোট এরিয়া ৬ কাঠা জমি আরএস খতিয়ান নং ১৭৬, ১৭৬/১, এলআর খতিয়ান নং ৩৭১, ৩৭২, জেএল নং ৪, তৌজি ন ৬৩/৬৪, আরএস নং ১৫০, মৌজা : দুলাপুর, খাগড়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এলআর খতিয়ান নং ৫১১, আরও নির্দিষ্টভাবে দলিলে বর্ণিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিক্রেতার জমি অংশ দাগ নং ১৮৯, ১৯০ এবং ১৯১। দক্ষিণে : বিক্রেতার জমি অংশ দাগ নং ১৯১ এবং ১৮০। পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৮৮। পশ্চিমে : সাঁজুয়া-মহেশতলা রোড। সম্পত্তি ডিএপি ফ্যাশন ক্রিয়েশন প্রা লি . এর নামে। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ২৪ ডেসিমেল অবস্থিত দাগ নং ১৮৪, খতিয়ান নং ৬৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৩, জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর, খাগড়ামুরি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এরিয়া থানা বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরও নির্দিষ্টভাবে দলিলে বর্ণিত মতে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গোষ্ঠ বিহারী বেরা এর জমি। দক্ষিণে : সাবির আলি এর জমি। পূর্বে : বিশ্বনাথ বেরা এর জমি। পশ্চিমে : রবিয়াল শেখ এর জমি। পরে ২০ ফুট সড়ক। সম্পত্তি ডিএপি ফ্যাশন ক্রিয়েশন প্রা লি. এর নামে। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা , থানা : বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর, খতিয়ান নং ১৫৩, দাগ নং ১৭৭, এরিয়া ২ শতক, দাগনং ১৮২, এরিয়া ১১ শতক, দাগ নং ১৮৭, এরিয়া ১২ ১/৩ শতক। মোট ২৫ ১/৩ শতক। সম্পত্তি শেখ আবিদ আলি এবং শেখ সাবির আলি এর নামে। ৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে অবস্থিত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪,জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর, খতিয়ান নং ৩৩, এলআর খতিয়ান নং ২৮১, দাগ নং ১৮৩, এরিয়া ১৬ ১/২ শতক। চৌহদ্দি উত্তরে : শেখ আবিদ আলি । দক্ষিণে : সাবিরান বিবি। পূর্বে : ইলা বক্স শেখ। পশ্চিমে : শেখ আবিদ আলি। সম্পত্তি শেখ আবিদ আলি এবং শেখ সাবির আলি এর নামে। ৫. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা বিষ্ণুপুর, পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর,খতিয়ান নং ৩৩, এলআর খতিয়ান নং ২৮১, দাগ নং ১৮৩, এরিয়া ১৬ ১/২ শতক। চৌহদ্দি উত্তরে : মুজিবর শেখ। দক্ষিণে : দাতা। পূর্বে : ইলা বক্স শেখ। পশ্চিমে : কৃষ্ণ প্রামাণিক। সম্পত্তি শেখ আবিদ আলি এবং শেখ সাবির আলি এর নামে। ৬. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে অবস্থিত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা বিষ্ণুপুর, পরগনা -মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জেএল নং ৪, মৌজা -দুলাপুর, খতিয়ান নং ১৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১৯৬, দাগ নং ১৯০, এরিয়া ১৩ শতক। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা বিষ্ণুপুর, পরগনা -মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪,জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর, খতিয়ান নং ১৭৬, ১৭৬/১, এলআর খতিয়ান নং পি- ৫৫৩ এবং ১৮১, দাগ নং ১৯১,এরিয়া -৪ ১২/২৫ শতক। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি র পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে অবস্থিত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : বিষ্ণুপুর পরগনা মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর, খতিয়ান নং ৪৮, এলআর খতিয়ান নং পি-১২৬ এবং ১২৪, দাগ নং ১৮০, এরিয়া -১৭ শতক। মোট জমির এরিয়া ৩টি দাগে ৩৪ ১২/২৫ শতক। এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত। সম্পত্তি শেখ আবিদ আলি এবং শেখ সাবির আলি এর নামে। ৭. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপত নিম্নে বিস্তারিত মতে অবস্থিত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,থানা বিষ্ণুপুর, পরগনা -মাগুরা, তৌজি নং ৬৩/৬৪, জেএলনং ৪, মৌজা দুলা পুর, খতিয়ান নং ১৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১৯৬ ।দাগনং১৮৯ ।এরিয়া -২৮ শতক,চৌহদ্দি উত্তরে : দাগ নং ১৯৬। দক্ষিণে : দাগ নং ১৮০। পূর্বে : দাগ নং ১৮৮। পশ্চিমে : দাগ নং ১৯০। সম্পত্তি শেখ আবিদ আলি এবং শেখ সাবির আলি এর নামে। ৮. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ নিম্নে বিস্তারিত মতে অবস্থিত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা বিষ্ণুপুর, পরগনা-মাগুরা,তৌজি নং ৬৩/৬৪,জেএল নং ৪, মৌজা দুলাপুর, এলআর খতিয়ান নং ৬, দাগ নং ১৮১, এরিয়া ১৭ শতক ।চৌহদ্দি উত্তরে : রবিউল হক। দক্ষিণে : সনাতন প্রামাণিক, পূর্বে : ওহাব শেখ। পশ্চিমে : নূর নবী ঢালি, নাসির বিবি। সম্পত্তি শেখ আবিদ আলি এবং সাবির আলি এর নামে।

তারিখ : ১১.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

মুর্শিদাবাদের বাতাসে ভাসছে বাবরি মসজিদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদের বাতাসে ভাসছে বাবরি মসজিদের উচ্ছ্বাস। প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ এখন জেলার হট কেক। ৬ ডিসেম্বর উপচে পড়েছিল সংখ্যালঘু মানুষের ঢল। কিন্তু আবেগ আর আবেশ সেদিনই শেষ হয়ে যায়নি। এবার গ্রাম-গঞ্জ থেকে বাস ভাড়া করে মানুষ মরা দিঘিতে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জায়গা দেখতে আসছেন। সঙ্গে আনছেন টাকা, ইট, সিমেন্ট-সহ শুভেচ্ছা বার্তা।

বুধবার বাস ভাড়া করে হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ দেখতে যাচ্ছেন গ্রামের প্রায় শতাধিক মানুষ। এমনই ছবি ধরা পড়ল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের কোহেতপুরে। বেলডাঙায় ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের শিলান্যাস যেন ইতিহাস রচনা করেছে। বিধায়ক হুমায়ূন কবীরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি গোটা রাজ্যজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। দিনকয়েক আগে সেই বিশাল জনসমাগমের স্মৃতি এখনও টাটকা। আর সেই আবেগের টানেই এবার সামশেরগঞ্জের প্রায় শতাধিক মানুষ বাস ভাড়া করে রওনা দিলেন শিলান্যাস হওয়া বাবরি মসজিদ দেখতে। বুধবার সকালেই সামশেরগঞ্জের কোহেতপুর এলাকায় চোখে পড়ল এক অনন্য দৃশ্য। যেন ছোটখাটো যাত্রা উৎসব। শিশু থেকে কিশোর, যুবসমাজ থেকে বয়স্ক, সবাই একসঙ্গে যাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। শুরু থেকেই মানুষের মুখে ছিল উচ্ছ্বাস। স্থানীয়বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'বেলডাঙায় ইতিহাস শুরু হয়েছে। এবার তা নিজের চোখে দেখে আসব। বাসের সামনে ভিড় বাড়তেই থাকে। কেউ যাত্রী তালিকা ঠিক করছেন, কেউ আবার যাত্রাপথের স্মৃতি ধরে রাখতে ছবি তুলছেন।' স্থানীয়দের দাবি, '৬ ডিসেম্বরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যারা যেতে পারেননি, তাদের মনে ছিল আক্ষেপ। আর যারা গিয়েছিলেন, তাঁরা আবারও দেখতে যান সেই পবিত্র ভূমি। যেখানে হাজারও মানুষের সামনে ভবিষ্যতের বাবরি মসজিদের প্রথম ইট বসানো হয়েছিল। হুমায়ূন কবীরের নেতৃত্বে এই নির্মাণ কাজকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে আবেগ তৈরি হয়েছে, তাই আজ তাদের দলবেঁধে যাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছে।' কোহেতপুর থেকে যাত্রা শুরু হওয়ার মুহূর্তটি ছিল আরও আবেগঘন। বাসে ওঠার পর সবাই একসুরে স্লোগান, 'আমরা ইতিহাসের সাক্ষী হতে যাচ্ছি।' যাত্রাপথ যেন এক সামাজিক মিলন উৎসবে পরিণত হল। স্থানীয়দের মতে, এই যাত্রা শুধু ভ্রমণ নয়, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রকাশ। বেলডাঙায় শিলান্যাস হওয়া বাবরি মসজিদকে সামনে থেকে দেখার ইচ্ছাই আজ শতাধিক মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছে। এদিন বাস যাত্রার অগ্রভাবে গ্রামবাসীদের হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। জাতীয় পতাকা সামনে রেখেই যাত্রা শুরু। হাজিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা গ্রাম থেকে ৯৬ জন যাচ্ছি। সেদিন যেতে পারিনি তাই দেখার জন্য বাস ভাড়া করে যাচ্ছি।' আলম শেখ বলেন, 'ধর্মীয় আবেগ রয়েছে মানুষের মধ্যে। আজ আমরা যাচ্ছি। আরও অনেকে পরিকল্পনা শুরু করেছে।'

স্কুলপড়ুয়াদের সুরক্ষায় ঝাড়গ্রামে প্রশাসনের বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শিশুদের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। পড়াশোনা ও যাতায়াতের সময় তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রতিটি পরিবারের ও প্রশাসনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। হাওড়ায় তিন স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনও এই উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়ে মাঠে নেমেছে। বুধবার সকাল থেকে সারদা বিদ্যাপীঠ মোড়ে দাঁড় করিয়ে একে একে থামানো হয় সমস্ত স্কুল বাস, ভ্যান ও ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ডিএসপি ট্রাফিক আমির হোসেন, ট্রাফিক শাখার আধিকারিক, আরটিও বিভাগের প্রতিনিধি ও পরিবহণ দপ্তরের কর্মীরা।

পরিবহণ দফতরের স্কুল পরিবহন নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি গাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। স্কুল পড়ুয়াদের সিটবেল্ট ব্যবহার, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, স্পিড গভর্নর কার্যকর রয়েছে কিনা, গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট বৈধ কিনা, চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ইনস্যুরেন্স ঠিক আছে কিনা; একে একে প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। এছাড়াও স্কুল বাসের ভেতরে ফার্স্ট-এইড বক্স, কালি-মার্কার সহ জরুরি যোগাযোগ নম্বর প্রদর্শন, জানালার গ্রিল, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, এবং বাসের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সজ্জা ঠিকঠাক রয়েছে কি না তা বিশেষভাবে দেখা হয়। বেশ কয়েকটি গাড়িতে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ মিললে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করা হয় চালকদের। জেলা পুলিশ আধিকারিকরা জানান, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেন ট্রাফিক ডিএসপি। একই সঙ্গে চালকদের নির্দেশ দেওয়া হয়, গতি সংযত রেখে, স্কুল রুটের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এবং কোনও অবস্থাতেই অতিরিক্ত যাত্রী বহন না করে নিরাপদে পড়ুয়াদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। পুলিশের এই পদক্ষেপে স্বস্তির নিশ্বাস অভিভাবক মহলে। তারা মনে করছেন, এই নজরদারি অব্যাহত থাকলে শিশুদের জীবন ও যাতায়াত আরও সুরক্ষিত হবে। প্রশাসনের দাবি, শুধু তল্লাশি নয়, জেলাজুড়ে সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়াই এদিনের মূল লক্ষ্য, ভবিষ্যতে যাতে কোনও দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্যই এই নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

রেজিস্ট্রেশন বিহীন ১২টি টোটো আটক করল আরটিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বুধবার সকালে অভিযান চালিয়ে আসানসোল আরটিও বিভাগ রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় এলাকা থেকে ১২টি রেজিস্ট্রেশন বিহীন টোটো আটক করল। মাথায় হাত টোটো চালকদের। রাজ্য সরকার এবং পরিবহন দপ্তরের নির্দেশ, রাস্তায় চলাচলকারী প্রতিটি টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। আর সেই রেজিস্ট্রেশনের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়সীমা। এছাড়াও ধার্য করা হয়েছিল নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফি। তবে বর্তমানে রাজ্য সরকার এবং পরিবহন দপ্তর টোটো মালিকদের সুবিধার্থে রেজিস্ট্রেশন করানোর সময়সীমা বাড়িয়েছে। তাতেও দুশ্চিন্তা কাটছে না একাধিক টোটো মালিকদের। আর সেই আবহেই এবার রানিগঞ্জ ট্রাফিক বিভাগ এবং আসানসোল জেলা আরটিও দপ্তর অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে পাঞ্জাবি মোড় এলাকা থেকে ১০

থেকে ১২ টি টোটো আটক করে। এদিনের অভিযানে উপস্থিত আসানসোল হেডকোয়ার্টার মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর জানান, 'অক্টোবর মাস থেকে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু টোটো মালিকরা তাঁদের নানান কারণে নিজেদের টোটোগুলি রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে অবাধে জাতীয় সড়কে যাত্রী পরিবহণ করছে। আমরা বহুবার তাদের সতর্ক করেছি এবং তাদের সহযোগিতা করারও চেষ্টা করেছি। তবুও আমাদের কথার কর্ণপাত করেননি টোটো মালিকরা। তাই বুধবার আমরা বেশ কয়েকটি টোটো আটক করেছি, যাতে তাঁরা টোটোগুলি পুনরায় নিজেদের হাতে ফিরে পেতে দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেয়।' তিনি জানান, 'আগামী দিনেও রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটো আটক করার জন্য আমাদের অভিযান জারি থাকবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে নদিয়ায় অসংখ্য ভোটার কার্ড উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাত পোহালেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা সফরে আসছেন। তার আগে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য নদিয়ায়। প্রথমে নজরে আসে পথ চলতি মানুষের। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে ভোটার কার্ডগুলি। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়ার উদয়পুর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের ঘটনা। ওই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রয়েছে পরিত্যক্ত জায়গা, যার মধ্যে নোংরা আবর্জনায় পরিণত। সেই জায়গাতেই অসংখ্য ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়। জানা গেছে, প্রত্যেকটি ভোটার কার্ডের সাথে যোগ রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার। তাহলে কী বড়সড় চক্র জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। খবর জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ছুটে আসে স্থানীয় মানুষ। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। এছাড়াও উদ্ধার করে অবৈধ ভোটার কার্ডগুলি।

সিটুর নেতৃত্বে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: 'শিল্প বাঁচাও, কাজ বাঁচাও, জেলা বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও'। এমনই বার্তা সম্বলিত ব্যানার হাতে সিটু পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে কৃষক, খেতমজুর, মহিলা, যুব ও বস্তি সংগঠনের সহযোগিতায় বাংলা বাঁচানোর জন্য জেলা জুড়ে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল কয়লাঞ্চল অন্ডাল এলাকায়। বুধবার এই পদযাত্রা অন্ডালের কাজোড়া সমগ্র এলাকা ঘুরে শেষ হয় কাজোড়ায় দলীয় কার্যালয়ে এসে থেকে। বাংলা বাঁচাও পদযাত্রায় সিপিআইএম নেতা প্রবীর মণ্ডল জানান, 'অরাজকতার সরকার চলছে এই রাজ্যে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার মিলে দেশ তথা রাজ্যকে রসাতলে পাঠানোর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত।' প্রবীরবাবু, 'এদিন কেন্দ্রীয় সংস্থা ইসিএল-এর দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন।' তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সংস্থা বর্তমানে কর্মীদের বকেয়া বেতন সময় মতো দিতে পারছে না। আর এর পিছনে রয়েছে কয়লায় ছাই মিশিয়ে দুর্নীতি করে সেই কয়লা যখন কোনও সংস্থাকে ইসিএল বিক্রি করছে, তা প্রত্যাখ্যান করছে সেই সংস্থাটি কারণ কয়লার গুণগত মান অত্যান্ত খারাপ। অথচ কয়লায় ছাই মিশিয়ে যে দুর্নীতি চলছে।'

তাঁর পিছনে ইসিএলের উচ্চতর আধিকারিক থেকে শুরু করে শাসকদলের নেতা কর্মীদের অধিকাংশ জড়িত বলে তিনি জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, তাদের এই বাংলা বাঁচাও পদযাত্রা আগামী ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে রাজ্য জুড়ে।

এদিন লাল ঝাণ্ডা হাতে বহু বাম কর্মী সমর্থক এদিন পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং সকলের মুখ থেকে উঠে আসে বাংলা বাঁচানোর ডাক।

মুহুরির মৃত্যুর কারণ উদঘাটন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পুজোর ছুটির প্রাক্কালে বিরিয়ানি পার্টিতেই মৃত্যু মুহুরির। অসুস্থ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে দুইজন। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারাই চক্রান্ত করে মুহুরি সুমন্ত মল্লিককে খুন করেছে বলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বুধবার নাদনঘাট থানায় বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে নাদন ঘাট থানার পুলিশ। সেখানে অ্যাডিশনাল এসপি রাজিব কুমার। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, এর পেছনে একটি পেশাগত শত্রুতা ও আর্থিক লেনদেনের বিষয় তদন্তে উঠে এসেছে। এই দুই বিবাদের জেরেই মূলত এই খুনের পরিকল্পনা। তবে বিরিয়ানির মধ্যে বিষ মিশিয়ে খুন নয়।বিরিয়ানি পাটির শেষে, সন্ধ্যায় পর একান্তে ড্রিংসের মধ্যে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয় মুহুরি সুমন্ত মল্লিককে। তবে এই ঘটনায় এক রেভিনিউ ইন্সপেক্টর অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। তবে তার অসুস্থতার কারণ কি সেটিরও তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ আধিকারিকরা। এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি রুরাল রাজিব কুমার, কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরি, নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

পুলিশের কাজ করলেন প্রতারিতরাই

রেল স্টেশন থেকে পাকড়াও ২ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: টাকা নিয়ে ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় রেল স্টেশন থেকে দুইজনকে পাকড়াও করেন প্রতারিতরা। পরবর্তীতে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে, ওই দু'জন অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, দোলা রায় ও তার পরিবারের লোকেরা বিগত কয়েক বছর ধরে এলাকার লোকেদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে টাকা তোলেন। মূলত সরকারি টাকা পাইয়ে দেওয়া, চরা সুদে নগদ টাকা ধার দেওয়া, ঋণ পাইয়ে দেওয়া প্রভৃতি না না প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা তুলতেন। এভাবে স্থানীয় কিছু লোকের কাছ থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা তুলেছেন বলেই অভিযোগ। এরপরই এলাকা থেকে গা ঢাকা দেন পরিবারের লোকেরা। এরপরে ওই পরিবারের লোকেদের খোঁজ চালাতে থাকেন প্রতারিত গ্রামবাসীরা। অবশেষে বিশেষ সূত্র মারফত খবর পেয়ে, মঙ্গলবার রাতে বালুরঘাট-কলকাতাগামী ট্রেন থেকে গঙ্গারামপুরে দোলা রায়ের স্বামী ও তাঁর পুত্রকে পাকড়াও করেন প্রতারিতরা। পরবর্তীতে প্রতারিত গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

এবিষয়ে অনিতা কর্মকার নামে এক প্রতারিত মহিলা জানান, 'আমাদের ৩০-৪০ জনের কাছ থেকে টাকা তুলেছে। আমার কাছে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ধার হিসেবে নিয়েছিল। এখন আর টাকা পরিশোধ করছে না। এমনকি ফোন করলেও ফোন তোলেন না। রাতের অন্ধকারে গঙ্গারামপুরে ফেরেন। আবার কখন কলকাতা চলে যান আমরা বুঝতে পারি না। অবশেষে আমরা পরিবারের দু'জনকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।' এবিষয়ে মূল অভিযুক্তের ছেলে সঞ্জয় রায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেমন কিছু বলতে চাননি। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি যদি অভিযুক্ত হই কোর্টে প্রমাণিত হবে।' অন্যদিকে, প্রতারিত গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দু'জনকে এদিন আটক করে বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে।

রঘুনাথপুরে মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন করলেন এসডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার উদ্যোগে রঘুনাথপুর পুরাতন মহকুমা হাসপাতালের সামনে চালু হল মা ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিন থেকে মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে মিলবে ভাত, ডাল, সবজি, ডিম। এই ক্যান্টিন থেকে রোগীদের পরিবার পরিজনদের পাশাপাশি স্থানীয় রঘুনাথপুর কলেজের পড়ুয়াদের জন্য মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে মিলবে এই খাওয়ার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পরিচালনায় এই পরিষেবা দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত মিলবে। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রঘুনাথপুরের এসডিও বিবেক পঙ্কজ, রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউড়ি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, হাসপাতালের সুপার-সহ রঘুনাথপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ-সহ বিভিন্ন সমাজসেবী থেকে হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা। রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান

তরণী বাউড়ি জানান, ইতিমধ্যেই রঘুনাথপুর পুরসভার উদ্যোগে দু'টি মা ক্যান্টিন চালু হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এই সুবিধা শুরু হবে। এসডিও বিবেক পঙ্কজ বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে প্রতিদিন দুশ জন এই সুবিধা ভোগ করবে। ধীরে ধীরে সংখ্যা আবার বাড়ানো হবে।'

নিতুড়িয়া ব্লকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশন এর পর এবার দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার মানুষজনদের কাছে রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত নিতুড়িয়া ব্লকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের শুভ সূচনা করা হল। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ রঘুনাথপুর বিধানসভার নিতুড়িয়া ব্লকের অন্তর্গত হাড়মাড্ডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শান্তিভূষণ প্রসাদ যাদব জেলা পরিষদের সদস্যা সন্তোষী দত্ত বাউড়ি-সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অমরচন্দ্র মাজি, দায়িত্ব প্রাপ্ত বিএমওএইচ ডাক্তার দেবগুরু নন্দী পঞ্চায়েত প্রধান অতনু চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। এদিন নিতুড়িয়ার ভামুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আলকুশা গ্রামে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার গাড়ি পৌঁছায়।

নবান্ন উৎসবের বিসর্জনে সংঘর্ষ, জখম দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গোয়াইগ্রামে নবান্ন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত বিসর্জন পর্বকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পরেশ মাঝি এবং লক্ষ্মী মাঝি নামের দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। এদের মধ্যে পরেশ মাঝির মাথায় আটটি সেলাই পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই পক্ষের আহতকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষের পর থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় ঘন ঘন চলছে পুলিশি টহল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গোয়াইগ্রামে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। মঙ্গলবার ছিল প্রতিমা বিসর্জনের দিন। মঙ্গলবার বিকেলে মাঝি পাড়ার একটি ক্লাব যখন তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে যাচ্ছিল, তখন মাইকের তীব্র আওয়াজ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, মাঝি পাড়ার অন্য একটি প্রতিমা তখনও বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়নি। সেই সময় বিসর্জনগামী দলের মাইকের আওয়াজ বেশি হওয়ায়, স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ মাঝি মাইকের শব্দ কমাতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধকে কেন্দ্র করেই দু'পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতির সূত্রপাত হয়।প্রাথমিকভাবে বচসা মিটে গেলেও, সেই ঘটনার রেশ থেকেই যায়। বুধবার সকালে পরেশ মাঝি যখন চাষের কাজ সেরে মাঠ থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় মাঝি পাড়ার ক্লাবটির একদল যুবক তাঁকে পথ আটকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে আসেন পরেশ মাঝির জ্যাঠা লক্ষী মাঝি। তাঁকেও ক্লাব সদস্যদের মারের মুখে পড়তে হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকেই উদ্ধার করে স্থানীয়রা কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পরেশ মাঝির মাথায় গভীর ক্ষত তৈরি হওয়ায় আটটি সেলাই পড়েছে। দু'জনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক রয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনার পর থেকেই গোয়াইগ্রামের মাঝি পাড়া এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পূর্বস্থলীতে বাঁশের ব্রিজে রিলস বানানোর হিড়িক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ১০ টাকার বিনিময়ে জলের উপরে তৈরি হওয়া বাঁশের ব্রিজে উঠে, ফেসবুক ইউটিউবে রিলস বানানোর জন্য ভিড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের। জনসাধারণের সুবিধার্থে পারাপারের জন্য ছাড়ি গঙ্গার উপর পূর্বস্থলী থেকে ইদ্রাকপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে অস্থায়ী বাঁশের ব্রিজ। আর সেই বাঁশের ব্রিজের উপরেই বিকাল হতেই কনটেন্ট ক্রিকেটারদের ভিড় জমছে। অস্থায়ী সেই বাঁশের ব্রিজের উপর নাচানাচি-সহ বিভিন্ন কনটেন্টের ভিডিও তৈরির জন্য ভিড় জমে যাচ্ছে বিকাল হলেই তরুণ তরুণীদের। বিকেল হলেই তৈরি হচ্ছে এলাকায় মেলার পরিবেশ। বসছে ফুচকা, পাপরি চাট, ঝালমুড়ি-সহ বিভিন্ন দোকান। কিন্তু এই অস্থায়ী ব্রিজের উপর নাচানাচি কতটা সুরক্ষিত? এ প্রশ্নের উত্তরে ঘাট কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতাপ ঘোষ বলেন, 'এটি পারাপারের জন্য একটি ঘাট ছিল, কিন্তু বছরের খরার সময় জল না থাকার কারণে পারাপারে সমস্যা হতো। সেই কারণেই এই ব্রিজের ভাবনা। তবে যে সমস্ত কনটেন্ট ক্রিয়েটাররা ব্রিজের উপর ভিডিও তৈরি করতে যাচ্ছেন তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে। ১০ টাকার বিনিময়ে ব্রিজের উপর উঠলেই বানানো যাচ্ছে বিভিন্ন ভিডিও। তবে এটি ভিডিও বানানোর জন্য ধার্য টাকা নয়! পারাপারের জন্য ধার্য টাকা ১০ টাকা।' কিন্তু হঠাৎ এই মাস খানেক হলো তৈরি হওয়া ব্রিজের ওপর কনটেন্ট ক্রিকেটারদের কেন ভিড়? রিলস করতে আশা তরুণ তরুণীরা জানাচ্ছেন, ব্রিজের পরিবেশ ভালো আর এখানে ভিডিও বানালে পাওয়া যাচ্ছে ভিউজ, লাইক আর সেই টানে এখানে আসে ভিডিও তৈরি করা। তবে যে পরিমাণ ব্রিজের ওপর লাফালাফি বা ঝাপাঝাপি হচ্ছে যেকোনো

মুহূর্তে বিপদ ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে। শুধু পূর্বস্থলী নয় নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, লক্ষ্মীপুর-সহ বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে ভিডিও বানানোর জন্য ভিড় তরুণ-তরুণীদের। নতুন এই ব্রিজের তারা নামকরণও করে ফেলেছেন, 'পূর্বস্থলীর ভাইরাল বাঁশের ব্রিজ' আর এই ভাইরাল বাশের ব্রিজেই বিকেল হলেই হচ্ছে জমজমাট। তবে প্রশ্ন একটাই পারাপারের জন্য এই ব্রিজে এই রকম লাফালাফি হলে, কতদিন ঠিকমতন সুরক্ষিত থাকবে ব্রিজ? থাকছে প্রশ্নই!

'সেরা বাঙালি বাউল সম্মানে' সম্মানিত নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতক স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বহুমুখী প্রতিভাবান শিল্পী স্বপন বাউলের মাধুকরীর ঝুলিতে মনিকাঞ্চন একেবারেই শূন্য। কিন্তু একে একে পুরস্কার সম্মান প্রশংসাপত্র প্রাপ্তি লাভে মাধুকরীর ঝুলি ভরে উপচে পড়ছে। যা চোখে না দেখলে অনেকেরই হয়ত বিশ্বাস হবে না। কলকাতা শিয়ালদা কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ও বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম দিবস পালন উপলক্ষে। গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে ২০২৫ সেরা বাঙালি বাউল সম্মানে সম্মানিত করা হলো

উত্তরীয় পড়িয়ে পুরস্কার, সাম্মানিক দক্ষিণা ও মানপত্র প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু কে সংবাদ মাধ্যম প্রশ্ন করেন রাজ্যের দু লক্ষের ও বেশি লোক শিল্পী বাউল আছে তাহলে সেরা বাঙালি বাউল সম্মানের জন্য স্বপন দত্ত বাউল কে বেছে নিলেন কেনো? তার উত্তরে চন্দ্রনাথ বসু বলেন সারা দেশে রাজ্যে সকল লোক শিল্পী বাউলদের মধ্যে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলের বাউল গানে সমাজ সচেতনে অসামান্য অবদান রয়েছে। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে যেভাবে দির্ঘ বহু বছর ধরে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সফলতা অর্জন করেছেন যেখানে তার জুড়ি মেলা ভার। তাই আমাদের সরকারি রেজিস্টার্ড সংস্থা থেকে বহু গুনীজনের বিচারে, গুণীজনের আশীর্বাদে উপস্থিতিতে সেরা বাঙালি বাউল সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে রাজ্য যুব ক্রীড়া দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস বলেন, 'স্বপন দত্ত বাউল সারা জীবন ধরে এত বিষয় নিয়ে নিজেই গান লিখে সুর করে পথে পথে, গ্রামে গঞ্জে শহরে রাজ্যের জেলায় জেলায়, কেন্দ্রের বিভিন্ন রাজ্যে দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে যে পরিমাণ সংখ্যক কাজ করেছেন আমি মনে করি সে কাজের রেকর্ড ভাঙা শক্ত। সুতরাং উনি সেরার সেরা বাঙালি বাউল সম্মান পাওয়ার যোগ্য শিল্পী।' স্বপন দত্ত বাউল বলেন, 'বাংলার রাজধানী কলকাতায় ২০২৫ সেরা বাঙালি বাউল সম্মান পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত ধন্যবাদ ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটিকে।'

'আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে'র দীপাবলিকে স্বীকৃতি ইউনেস্কোর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: ভারতের জন্য এক গৌরবের দিন। আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে আলোর উৎসব দীপাবলিকে স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। কলকাতার দুর্গাপুজোর পথ ধরে ভারতের দীপাবলি উৎসবও জায়গা করে নিল ইউনেস্কোর 'ইন্টানজিব্‌ল কালচারাল হেরিটেজ' (আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য)-এর তালিকায়।

ইউনেস্কোর আবহমান ঐতিহ্য তালিকায় দীপাবলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বজনীন এই স্বীকৃতি প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে অত্যন্ত গর্বের বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, দীপাবলি নিছক এক উৎসব নয়, সভ্যতার এমন এক ছাপ যা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং বিশ্বজুড়ে অনুরণিত হয়। এই উৎসব ভারতের বহুসংস্কৃতিবাদ, বহুত্ববাদ ও সামাজিক ঐক্যকে তুলে ধরে, আশা, সময় এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলো ও অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জয়ের চিরন্তন বার্তা বহন করে। সহনাগরিকদের অভিনন্দন জানিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, এই সম্মান ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মানবতার প্রতি ভারতের সুস্থিত বার্তার উদযাপন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ইউনেস্কোর বিমূর্ত ঐতিহ্য তালিকায় দীপাবলির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাঁর আনন্দ এবং গর্ব প্রকাশ করেছেন। এক্স-এ ইউনেস্কোর হ্যান্ডলের একটি পোস্টের প্রত্যুত্তরে মোদী বলেছেন, ভারত এবং গোটা বিশ্বের মানুষ শিহরিত। ইউনেস্কোর পোস্টটি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'আবহমান ঐতিহ্য-তালিকায় দীপাবলির জায়গা পাওয়াটা সারা বিশ্বে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রভু শ্রী রামের আদর্শ অনন্তকাল আমাদের পথ দেখাক।' তাঁর কথায়, 'দীপাবলি আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এটি আমাদের সভ্যতার আত্মা। এটি আলো এবং ন্যায়পরায়ণতাকে মূর্ত করে তোলে। ইউনেস্কোর বিমূর্ত ঐতিহ্য তালিকায় দীপাবলির অন্তর্ভুক্তি এই উৎসবকে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা অর্জনে আরও সহায়তা করবে।'

রাহুল পার্টটাইম রাজনৈতিক নেতা, কটাক্ষ প্রহ্লাদ জোশীর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রহ্লাদ জোশী বলেন, রাহুল গান্ধি হলেন একজন পার্টটাইম রাজনৈতিক নেতা।

বুধবার জোশী বলেন, 'সংসদের অধিবেশন চলাকালীন রাহুল গান্ধি বেশিরভাগ সময় বিদেশে থাকেন, আর পরে বলেন, তিনি কথা বলার সুযোগ পান না। এমনকী, বিহার নির্বাচনের সময়ও তিনি বিদেশে ছিলেন। তিনি একজন পার্টটাইম কর্মী, কোনও সুচিন্তিত রাজনৈতিক নেতা নন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কর্নাটকে জয়লাভের সময় আপনি কী বলেছিলেন? যখন ঝাড়খণ্ডে ইন্ডি জোট জয়লাভ করে, যখন আপনারা তেলেঙ্গানায় জয়লাভ করেন, তখন আপনি কী বলেছিলেন? কিন্তু যখন আপনি হেরে যান, তখন আপনি ইভিএম, নির্বাচন কমিশনকে দোষ দেন। তাঁরা বলতে চান, যখন জয় হয়, তখন তাঁদের জন্য হয়, কিন্তু যখন তাঁরা হেরে যান, তখন সিস্টেমের কারণে হয়।'

আদানি-নাদেলা সাক্ষাৎ

আমদাবাদ, ১০ ডিসেম্বর: মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলার সঙ্গে দেখা করলেন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি। ওই খবর বুধবার এক্স-এ পোস্ট করেছেন গৌতম। লিখেছেন, 'সত্য নাদেলার সঙ্গে দেখা করা এবং ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নিয়ে তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা শোনা সব সময়ই আনন্দের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যখন বাস্তব ও ডিজিটাল জগৎ অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত হচ্ছে, আমরা ৩৬০ ডিগ্রি পার্টনারশিপ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহী'।

বাংলার বঞ্চনায় সংসদে ধর্নায় তৃণমূল সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: ৬৪৬ দিন কেটে গেলেও প্রকাশিত হয়নি কোনও 'শ্বেতপত্র'। বুধবার সংসদ চত্বরে সেই শ্বেতপত্রের দাবি পুনরায় মোদী সরকারকে মনে করালেন তৃণমূল সাংসদরা। ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার বকেয়া টাকার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলে ধরে সংসদ চত্বরে ধর্নায় সামিল হলেন তাঁরা। ২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পরেই লোকসভায় বাংলার বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় ১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনায় টাকা দেওয়া নিয়ে বিজেপির দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিজেপির কাছে এই বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তার পরে দীর্ঘ সময় কাটলেও বিজেপি সরকারের তরফে কোনও জবাবই মেলেনি। বুধবার বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন দোলা সেন থেকে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে জুন মালিয়া-সহ অন্য তৃণমূল সাংসদরা। প্রসঙ্গত, ১০০ দিনের কাজ প্রসঙ্গে মঙ্গলবারই কোচবিহারের সভা থেকে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া নিয়ে নতুন শর্ত চাপানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সেই সংক্রান্ত কাগজ ছিঁড়ে তিনি বলেন, 'তিন, চার দিন আগে আমাদের একটা নোটিস পাঠিয়েছে... কেন্দ্রের নতুন লেবার কোড নিয়ে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দিতে নতুন শর্ত চাপিয়েছে। আমরা এসব শর্ত মানি না, মানব না।'

গোয়া: মালিক দুই ভাইয়ের আগাম জামিন মঞ্জুর হল না

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর: দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তারি এড়াতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন গোয়ার রেস্তোরাঁ তথা নাইট ক্লাবের অন্যতম মালিক ভ্রাতৃদ্বয় সৌরভ লুথরা ও গৌরব লুথরা। গোয়ার নাইট ক্লাবে আগুন লেগে ২৫ জনের মৃত্যুর খবর শুনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে সৌরভ ও গৌরব আশ্রয় নিয়েছেন থাইল্যান্ডের ফুকেটে। গোয়া পুলিশ সূত্রে খবর, আইনজীবীদের মাধ্যমে দিল্লির রোহিণী আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেন দুই ভাই। কিন্তু বুধবারের শুনানিতে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি। মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে গোয়ার একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ক্লাবের আর এক অংশীদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি ওই ক্লাবের চার মালিকের একজন। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম অজয় গুপ্ত। মঙ্গলবার রাতে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। অজয় দাবি করেন, 'আমি এই ক্লাবের একজন অংশীদার মাত্র। এই ঘটনায় আমার কোনও ভূমিকা নেই। ক্লাবে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, এটা জানতামই না।'

শক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১০ ডিসেম্বর: ফের একবার ৮টি যুদ্ধ থামানোর দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'বিগত ১০ মাসে, আমি আটটি যুদ্ধ শেষ করেছি, যার মধ্যে কসোভো-সার্বিয়া, পাকিস্তান এবং ভারত রয়েছে।' ট্রাম্প দাবি করেছেন, শক্তির মাধ্যমে আমেরিকা শান্তি স্থাপন করছ। তিনি বলেছেন, '১০ মাসে আমি ৮টি যুদ্ধ থামিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে কসোভো-সার্বিয়া, পাকিস্তান এবং ভারত। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইজরায়েল এবং ইরান, মিশর এবং ইথিওপিয়া। আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান। আমি এটা বলতে ঘৃণা করি, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড এখন শুরু করেছে। আগামীকাল আমাকে একটি ফোন করতে হবে, আমি একটি ফোন করতে যাচ্ছি এবং দু'টি অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করতে যাচ্ছি।'

ময়দান

ভারত বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করবে বলেই বিশ্বাস গিলের

কটক, ১০ ডিসেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্টে ঘাড়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন শুভমান গিল। প্রথমে বিষয়টিকে তেমন গুরুতর বলে মনে করা না হলেও পরে জানা যায় তাঁর 'ডিস্ক বাল্‌জ' হয়েছে, যা চিকিৎসাশাস্ত্রে হার্নিয়েটেড ডিস্ক বা স্লিপ্‌ড ডিস্ক নামেই পরিচিত। মেরুদণ্ডের দু'টি কশেরুকার মাঝখানে থাকা নরম আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি করে; ফলে তীব্র ব্যথা, অসাড়তা ও নড়াচড়ার সমস্যার মতো জটিলতা দেখা দেয়। শুভমানের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছিল। ম্যাচ শুরুর আগেই ব্যথা বাড়তে থাকে, খেলতে নেমে ব্যথা আরও তীব্র হয়। পরে ঘাড়ে টান ধরে তাঁর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। সেই কারণে তাঁকে দু'দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়েছিল। ইডেন টেস্ট তো বটেই, পরের টেস্ট এবং একদিনের সিরিজেও খেলতে পারেননি তিনি। চোটের চিকিৎসার জন্য প্রথমে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন শুভমান। পরে বেঙ্গালুরুর বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রিহ্যাব ও শারীরিক-মানসিক প্রস্তুতির মাঝে কাটান তিনি।

শুভমান নিজেই জানিয়েছেন, এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। তাঁর কথায়, 'এখন আমার শরীর সম্পূর্ণ ঠিক আছে। ডিস্ক বাল্‌জ স্নায়ুতে চাপ তৈরি করছিল। ব্যথা এতটাই ছিল যে ম্যাচের আগের দিন থেকে খেলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে দু'দিন হাসপাতালে থাকার পর এবং উৎকর্ষ কেন্দ্রে ট্রেনিংয়ের ফলে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত।'

এর মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ভারত বড় ব্যবধানে জিতেছে। সেই জয়ের পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে শুভমান মুখ খোলেন। বিশেষত পরের বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে তাঁর আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট। সাম্প্রতিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল। শুভমানের মতে, বিশ্বকাপের আগে আরও দশটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ রয়েছে, যা ছন্দ এবং ধারাবাহিকতা তৈরি করতে বড় ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপের আগে আমরা কীভাবে খেলতে চাই, সেটার ছন্দ খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও দলই চায় টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই সেরা ফর্মে থাকতে।' পাশাপাশি সঠিক কম্বিনেশন বাছাই করাও বিশ্বের অন্যতম বড় মঞ্চে ভালো পারফরম্যান্সের চাবিকাঠি বলে মনে করেন তিনি। বিভিন্ন মাঠে শিশির পড়া বা না-পড়ার পরিস্থিতি ব্যাট-বলকে আলাদা ভাবে প্রভাবিত করে। তাই এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশে মানিয়ে নিতে উপযুক্ত কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুভমনের সংযোজন; 'ঠিক দল বাছাই করতে পারলে এবং ছন্দ ধরে রাখতে পারলে ভারত বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করবে বলেই বিশ্বাস করি।'

বুমরাহের একশো উইকেট

কটক, ১০ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার রাতে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জসপ্রীত বুমরাহ দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ১০০ টি-টোয়েন্টি উইকেট লাভ করলেন। ডেওয়াল্ড ব্রেভিসকে আউট করার মাধ্যমে বুমরাহ তাঁর উইকেটের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে ওমানের বিপক্ষে ভারতের লড়াইয়ে ১০০ উইকেট অতিক্রমকারী অর্শদীপ সিংয়ের পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে শহরে পা রাখলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের নতুন কোচ সার্জিও লোবেরা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। বৃহস্পতিবার থেকে লেবেরার প্রশিক্ষণে অনুশীলন করবে মোহনবাগান।

আইপিএলে ২ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা দুই বছর আইপিএলে দল পাওয়ার পরেও টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সরে দাঁড়ানোর কারণে শাস্তি পেলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার হ্যারি ব্রুক। আইপিএলের নতুন নিয়ম অনুসারে, দু'বছরের জন্য এই লিগ থেকে নিষিদ্ধ হলেন ব্রুক। তিনিই হলেন আইপিএলের নতুন নিয়ম চালুর পর প্রথম ক্রিকেটার যিনি নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়লেন। ২০২৩ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় ব্রুকের। ২০২৪ মরসুমের আগে দিল্লি ক্যাপিটালস তাকে ৪ কোটিতে দলে নিলেও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই নাম প্রত্যাহার করেন তিনি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 855/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, 856/KP-II/E-TENDER/APAS/2025 & 857/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 10.12.2025.** Date of Publish of Tender: **10.12.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **09.01.2026 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **12.01.2026 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

Khakurdaha GRAM PANCHAYAT
Joynagar-1 Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of **Khakurdaha Gram Panchayat** of Joynagar-1 Block under south 24 Parganas dist. invites bids for Installation of Street Light **NIT No 279 (1-4)/APAS/KHAKURDAHA/2025-26 RS @ 174944/-, 149952/=, 149952/=, 174944/-** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 11th Dec. 2025 to 10:00 AM of 9th Jan. 2026.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Khakurdaha Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/30/EE-II/25-26 তারিখ : ০১.১২.২০২৫
ই-টেন্টার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি- এপিএএস প্রকল্প অধীনে এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন সড়ক এবং লেন উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২ বিভাগীয় https://wbtenders.gov.in থেকে (টেন্ডার আইডি : -**2025_MAD_967670**)। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৬.০১.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২২৩(১)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
৯.১২.২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/712/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 09.12.2025,
WBMAD/UM/713/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 09.12.2025,
WBMAD/UM/714/APAS/e-Tender/2025-26 Dated: 09.12.2025,
(Installation of street light with MS-Tubular pole, & High Mast Lighting Tower with Octagonal Pole & Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER
Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of Five(05) no works from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **eNIT No.: WBMAD/ULB/DHM/APAS/NIT-18/363(e)/ 2025-26 Memo No. K-12(Tender)/A-691/DHM Dated-05.12.2025 having Tender ID: 2025_MAD_5001064_1 to 5** Bid Submission End Date: **18.12.2025 upto14.00 hrs.** For details information refer to website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 403 to 416/2025-2026, Dated- 09-12-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil an Electricall works at Hooghly, Paschim Burdwan, Paschim Medinpur, Nadia, Coochbehar and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **10-12-2025 after 06.00 pm.** Bid submission end date- **08-01-2026 upto 4.00 pm.**
Date: 10.12.2025 **Sd/- Executive Engineer/General Manager**

Hinglow Gram Panchayat
Vill- Nischintapur, PS- Md Bazar, Birbhum
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 9 of 2025/26(Memo 343/HGP/2025 Dt.28/11/2025).Fund- 15th FC. The last date of online submission of tender is 30/12/2025
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Pradhan
Hinglow Gram Panchayat

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS
ই-টেন্ডার নোটিশ
টেন্ডার নোটিশ নং : DLW-ISO-905-5S-2025। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহূত হচ্ছে : **ক্রম নং : (০১). টেন্ডার নোটিশ নং : DLW-ISO-905-5S-2025**। **কাজের নাম :** সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ১ম এবং ২য় বার্ষিক পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা সহ ডানকুনি লোকো ওয়ার্কস, সিএলডব্লু স্থিত ৫এস, ওয়ার্কপ্লেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রিসার্টিফিকেশন। **টেন্ডার মূল্য (টাকায়) : ১,২৬,৯৯৮ টাকা** (এক লাখ ছাব্বিশ হাজার নয়শো আটানব্বই টাকা)। **টেন্ডার নথি মূল্য (টাকায়) : ৫০০০.০০ টাকা।** **সম্পাদনের মেয়াদ :** ৩৬ (ছত্রিশ) মাস। **দ্রষ্টব্য :** ক) রেলওয়ে ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in** সম্পূর্ণ বিস্তারিত পাওয়া যাবে। খ) যোগাযোগ নং : ০৩২১২২৩০০০৩। গ) টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ২৭/১২/২০২৫ সকাল ১১.৩০ টায়।
PR7/263 **AEE/Plg./Dankuni**
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
22/EN/SB/2025-2026(2nd call), (Pathashree-2025-26)(Sl No 01 to 06) Dated:-09/12/2025. The last date of online submission of tender is 23/12/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-28/EN/SB/2025-2026, (Pathashree-2025-26) (Sl No 01) Dated:-09/12/2025. The last date of online submission of tender is 16/12/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং : ২১৯_২০২৫-২৬, তারিখ ০৯.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে এইএন/বিএইচপি-র অধীনে মহিলাদের জন্য অ্যাটাচ টয়লেট সহ পোষাক পরিবর্তন রুমের ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫৬,০৬,৭৯০.৬৫ টাকা. **বায়নামূল্য:** ১,১২,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩১.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-451/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-tender is hereby is hereby invited by the Prodhan, Neallishpara Goaljan Gram Murshidabad West Bengal for 14 nos works. NIET- Panchayat, Berhampore **09/NGGP/2025-26.** Last date of submission- **29/12/2025 At 12.00 PM.** for details visit- **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Neallishpara Goaljan G.P

Arambagh Municipality
The Chairman of Arambagh Municipality invites e-tender for Various Work of APAS Project Under Arambagh Municipality, P.O+P.S-Arambagh, Dist-Hooghly,
NIe-T No.- 32/ARAM/2025-26, 33/ARAM/2025-26, 34/ARAM/2025-26
Submission Start Date- 11.12.2025, End Date-18.12.2025
Details may be seen **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Chairman
Arambagh Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Drain from 9/10 Street to 9/27 Street at Nagarjuna Bastee, Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/183(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001056_1 • Estimated Amount : 1,85,615.00/-
2) Name of the Work: Construction of Road from 9 No. Street to 5 No. Street at Nagarjuna Extension Bastee, Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/183(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001056_2 • Estimated Amount : 2,63,204.00/-
3) Name of the Work: Construction of Road from Dharmaraj Mandir, Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/228(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001072_1 • Estimated Amount : 2,68,005.00/-
4) Name of the Work: Supply and installation of LED Street Light Fittings and Drawings of ACSR Conductor of Street Phase for Automatic Control of Street Light at the Dhibar Para, Sovapur Village, under Booth No.- 91, within Ward No.- 02.
e-Tender No. : WBDMC/W/228(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001072_2 • Estimated Amount : 21,327.00/-
5) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light Fittings at Badyakar Para Road oppsite of Sovapur F.P. School under Booth No.- 91, Sovapur Village within Ward No.- 02.
e-Tender No. : WBDMC/W/228(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001072_3 • Estimated Amount : 58,125.00/-
6) Name of the Work: Laying of 20 mm, 15 mm Dia PVC underground Pipe Line for Street Tap at Bamun Para Sovapur, AC-276, Booth No.- 91, Ward- 02, Borough- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/228(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001072_4 • Estimated Amount : 25,876.00/-
7) Name of the Work: Construction of Concrete Road at Shovapur, Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/228(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001072_5 • Estimated Amount : 2,87,878.00/-
8) Name of the Work: Construction of Road and Drain at Goraipara, Shovapur, Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/228(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001072_6 • Estimated Amount : 3,35,027.00/-
9) Name of the Work: Construction of Masonry Well at 2 Nos. Bastee Vidyapati AC- 276, Booth No.- 109, Ward- 04, Borough- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/229(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001171_1 • Estimated Amount : 3,23,739.00/-
10) Name of the Work: Construction of Concrete Road from 1G/30 to 1F/33 at Vidyapati, Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/229(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001171_2 • Estimated Amount : 2,76,130.00/-
11) Name of the Work: Construction of Concrete Road from 2 No. to 2A Street at Vidyapati, Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/229(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001171_3 • Estimated Amount : 2,47,585.00/-
12) Name of the Work: Construction of Drain at 2 No. Basti at Vidyapati, Ward No.- 04, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/229(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001171_4 • Estimated Amount : 1,51,920.00/-
Last Date : 20th December 2025, up to 06:00 pm
13) Name of the Work: Repairing of High Drain at Chitralaya Gandhi Colony, within Ward No.- 06.
e-Tender No. : WBDMC/W/253(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001209_1 • Estimated Amount : 3,88,506.00/-
14) Name of the Work: Repairing of Community Toilet at Chitralaya Gandhi Colony, Ward No.- 06.
e-Tender No. : WBDMC/W/253(APAS) of 25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_5001209_2 • Estimated Amount : 1,89,415.00/-
Last Date : 22nd December 2025, up to 06:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

প্রযুক্তি বনাম প্রতিভা

নিখুঁত বিচারেই কি হারাচ্ছে খেলার স্বাভাবিক উত্তেজনা?

বিট্টু দত্ত

খেলা মানেই আগে ছিল প্রবল উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা আর মানুষের সিদ্ধান্তনির্ভর বিচার। আম্পায়ারের ভুল, রেফারির একচোখো সিদ্ধান্ত, লাইনের বাইরে কিংবা ভেতরে বল সত্যিই পড়ল কি না;এসবই ছিল খেলার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। কিন্তু গত দুই দশকে প্রযুক্তি ক্রমশ খেলাকে পালটে দিয়েছে। ডিআরএস থেকে ভার, হক-আই থেকে আলট্রা-এজ; আজ প্রায় সব ধরনের বিশ্বমানের খেলায় প্রযুক্তি-নির্ভর বিচার এক অপরিহার্য অংশ। প্রশ্ন উঠছে; এই পরিবর্তন কি খেলাকে আরও ন্যায্য করেছে, নাকি মানুষের স্বাভাবিক ঝুঁকি ও নাটকীয়তা কমিয়ে ফেলেছে? ট্যালেন্টের জায়গা কি কমেছে? নাকি প্রযুক্তি ট্যালেন্টকে আরও শাণিত করেছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতেই আধুনিক ক্রীড়াবিশ্বে 'টেকনোলজি বনাম ট্যালেন্ট' বিতর্ক আজও সমান তীব্র।

ডিআরএস ক্রিকেটের বিচারব্যবস্থার বিপ্লব। ক্রিকেটে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত দীর্ঘ দিন ধরেই চূড়ান্ত ছিল। একটি ভুল সিদ্ধান্ত ম্যাচের ফল পালটে দিতে পারত। যেমন ২০০৮ সালের সিডনি টেস্টের কয়েকটি বিতর্ক আজও ক্রিকেটবিশ্বে আলোচিত। এই প্রেক্ষাপটে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম বা ডিআরএস আসে এক বিপ্লব নিয়ে। হক-আই ট্র্যাকিং, আলট্রা-এজ, হটস্পট এবং বল ট্র্যাকিং আজ ক্রিকেটকে প্রায় ত্রুটিমুক্ত বিচার দেয়। একজন ব্যাটসম্যান আজ ভুল আউট বলে মনে হলে, সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ নিতে পারে। বল স্টাম্পে লাগত কি না, ব্যাটে লেগেছে কি না; এই সব প্রশ্ন এখন আর অনুমানের ওপর নির্ভর করে না। কীভাবে বদলেছে খেলোয়াড়ের মানসিকতা? ব্যাটসম্যানরা এখন জানে, সূদ খোঁচা লাগলেও আলট্রা-এজে ধরা পড়বে। তাই আগের মতো চতুরতার সঙ্গে বেঁচে যাওয়ার সুযোগ কম। বোলাররা এলবিডব্লিউ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী; কারণ তারা জানে বল ট্র্যাকিং শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঠিক বিচার দেবে। আম্পায়াররাও মানবিক ভুল করার ভয় কম অনুভব করেন। তবে সমালোচনাও কম নয়। অনেকে বলেন, আম্পায়ার্স কল নিয়মটি অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করে; একই বল কখনও আউট, কখনও নট আউট হতে পারে। আবার কেউ মনে করেন, অতিরিক্ত প্রযুক্তি খেলার স্বাভাবিক গতি নষ্ট করে। তবুও স্পষ্ট, ক্রিকেটে ডিআরএস ট্যালেন্টকে চাপা দেয়নি, বরং সৎ ট্যালেন্টকে সামনে নিয়ে এসেছে।

প্রযুক্তি ফুটবলের নাটকীয়তা কমিয়ে ন্যায্যতা বাড়িয়েছে। ফুটবল এমন একটি খেলা যেখানে রেফারির এক সেকেন্ডের ভুল সিদ্ধান্ত ম্যাচের ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে পারে। অফসাইড, হ্যান্ডবল, ফাউল; সব কিছুই মুহূর্তের বিষয়। তাই ২০১৮ বিশ্বকাপ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভার ফুটবলে বিপ্লব ঘটায়। ভার যা এনেছে- অফসাইড সিদ্ধান্ত এখন মিলিমিটারে নির্ভর করে। গোলের আগে ফাউল বা হ্যান্ডবল ধরা পড়ে ভিডিও বিশ্লেষণে। রেফারি ম্যাচের পরে আর ভিলেন হন না, কারণ ভিডিও ফুটেজ সিদ্ধান্তকে প্রায় সব সময় সমর্থন করে। তবে ভারেরও কঠিন সমালোচনা আছে। অনেকেই বলেন, 'ফুটবলের ছন্দ নষ্ট হচ্ছে'; কারণ প্রতিটি বড় সিদ্ধান্তে খেলা থেমে যায়। অনুভূতি ও উত্তেজনার জোয়ার;যেমন গোলের পর উদযাপন; ভারের কারণে হঠাৎ ভেঙে পড়ে। এক দলের সমর্থকরা আনন্দে ফেটে পড়ছে, কিন্তু ২০ সেকেন্ড পরে ভার দেখে গোল বাতিল; এটা ফুটবলের নাটকীয়তা হলেও অনুভূতির ধার কমায়। তবুও মাঠের অন্যায় কমাতে ভার যে বড় ভূমিকা রাখছে, তা অস্বীকার করা যায় না। খেলোয়াড়দের মনোযোগ আরও শাণিত হয়েছে; কারণ তাঁরা জানেন, প্রতিটি শারীরিক সংস্পর্শ ক্যামেরায় ধরা পড়বে।

হক-আই টেনিসে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন। টেনিস ছিল সেই খেলা, যেখানে লাইন কল নিয়ে বিতর্ক ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বল লাইনের বাইরে পড়ল কি ভেতরে; এই সিদ্ধান্তে খেলোয়াড়দের বিরক্তি অনেক পুরনো। সেই সমস্যা প্রায় পুরোপুরি দূর করেছে হক-আই। এখন দর্শক, খেলোয়াড় ও আম্পায়ার- সবাই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। টেনিসের বড় টুর্নামেন্টগুলিতে আজ মানব লাইন্সম্যান প্রায় বিলুপ্ত। শুধু চেয়ার আম্পায়ার এবং হক-আই , এই দু'জনেই ম্যাচ চালায়। খেলোয়াড়রা অযথা তর্ক করা বন্ধ করেছে। ম্যাচের গতি মোটেও কমেনি, বরং বাড়ছে। ট্যালেন্টকে প্রমাণ করার মঞ্চ আরও পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ, টেনিসে প্রযুক্তি সবচেয়ে সফল ভাবে ট্যালেন্টের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। তা হলে ট্যালেন্ট কি কমে যাচ্ছে? উত্তর; একেবারেই না । প্রশ্ন ওঠে ডিআরএস বা ভার কি খেলোয়াড়ের দক্ষতার জায়গা কমিয়ে দিচ্ছে? আগে অনেক সময় ব্যাটসম্যানরা এজ লুকিয়ে বেঁচে যেতেন। ফুটবলাররা ডাইভ দিয়ে পেনাল্টি আদায় করতেন। আজ এসব ভাঁওতা আর টেকে না। অর্থাৎ, ট্যালেন্ট আজ আরও স্বচ্ছ। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ছে। বোলার বা ফিল্ডাররা জানে, ভুল সিদ্ধান্তে তাঁদের পরিশ্রম নষ্ট হবে না। তাই আক্রমণাত্মক কৌশল বাড়ছে। এছাড়া ডেটা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে। প্রযুক্তির কারণে খেলোয়াড়রা এখন নিজের পারফরম্যান্স ফ্রেম বাই ফ্রেম বিশ্লেষণ করতে পারে। কোথায় বল বেশি সুইং করছে, কোন কোণে শট মারলে গোল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; প্রযুক্তি ট্যালেন্টকে আরও বৈজ্ঞানিক করে তুলছে। কোচিং আরও উন্নত হচ্ছে। ট্যাকটিক্স এখন শুধু অভিজ্ঞতার ওপর নয়;অ্যানালিটিক্স ও ইনস্টিংক্ট এর মিশ্রণ। ফলে নতুন প্রতিভা আরও দ্রুত বিকশিত হচ্ছে।

তা হলে বিতর্ক কোথায়? কেন এখনও 'টেকনোলজি বনাম ট্যালেন্ট'? খেলাধূলার মানবিক নাটকীয়তা কমেছে, খেলার অনিশ্চয়তা তার সৌন্দর্য। প্রযুক্তি সেই অনিশ্চয়তার কিছু অংশ ম্লান করে। যেমন টেনিসে লাইন কল বিতর্ক একসময় দর্শকদের রোমাঞ্চ বাড়াত; আজ তা নেই। কখনও কখনও প্রযুক্তিও ভুল করে; ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল ভুল হতে পারে, ফ্রেম রেট কম হতে পারে। ফলে সিদ্ধান্তে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। খেলার ছন্দ নষ্ট হয়। ফুটবলে ভার সবচেয়ে বেশি সমালোচিত এই কারণে।

এগুলি ছোট দল বা দেশগুলির কাছে ব্যয়বহুল। তাই সব খেলায় প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বড় টুর্নামেন্টে মিললেও স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণত নেই। ফলে বৈষম্য তৈরি হয়। খেলার ইতিহাসে প্রতিটি যুগ বদলেছে। আগে হেলমেট ছিল না, আজ আছে। আগে ভিডিও বিশ্লেষণ ছিল না, আজ প্রতিটি দলে ডেটা অ্যানালিস্ট রয়েছে। আধুনিক ক্রীড়াবিশ্বে প্রযুক্তি শুধু খেলার পরিধি নয়; খেলার মৌলিক দর্শনকেই বদলে দিয়েছে। টেকনোলজি যদি খেলাকে চোখ, কান এবং মস্তিষ্ক দেয়, তবে ট্যালেন্ট তাকে প্রাণ দেয়। ডিআরএস নয় তো, ভার নয়, হক-আই নয়; এদের কোনওটিই খেলোয়াড়ের দক্ষতা কমাতে পারেনি; বরং খেলোয়াড়দের পরিশ্রমকে আরও সৎ, আরও স্পষ্ট, আরও সুরক্ষিত করেছে। অতএব, খেলা আজ আরও ন্যায্য, আরও সুশৃঙ্খল, আরও প্রতিযোগিতামূলক। প্রযুক্তি আর ট্যালেন্ট শত্রু নয়; এরা আধুনিক খেলাধূলার দুই স্তম্ভ, যাদের মিলেই ভবিষ্যতের ক্রীড়াজগত আরও নিখুঁত হয়ে উঠবে।

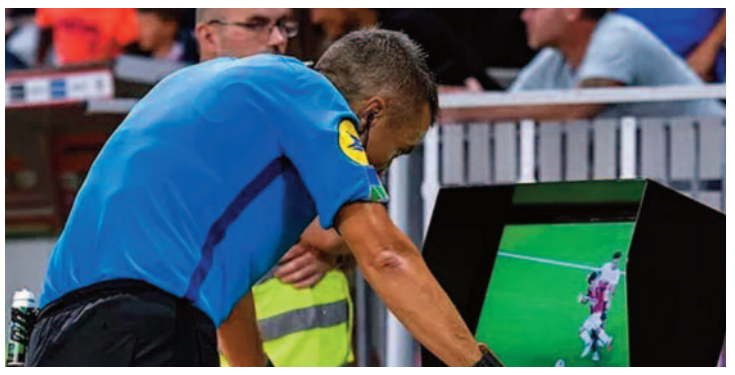

কঠোর পরিশ্রম ও মানসিকতা নিয়েই সৌদিতে এশিয়ান কাপে বিবিয়ানোর ভরসা রাজরূপ

ঋতিকা চক্রবর্তী

শক্তিশালী ইরানকে হারিয়ে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ দল এশিয়ান কাপের মূলপর্বে পৌঁছেছে। ইরানকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্দেজের ভারত। সেই দলেরই গোলকিপার রাজরূপ সরকার। ইরানের বিরুদ্ধে ম্যাচে বেশ নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল তার। কোচ বিবিয়ানোর ভরসার পাত্র এই বাঙালি গোলকিপার। ছ'ফুট উচ্চতার রাজরূপকে রাজস্থানের জিঙ্ক অ্যাকাডেমি থেকে নির্বাচন করেছিলেন ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের কোচ বিবিয়ানো। মছলন্দপুরে বাড়ি ফেরার পর থেকেই একের পর এক সংবর্ধনায় ভাসছেন রাজরূপ। শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার ৫৩ কিমি দূরের স্টেশন মছলন্দপুর। মিষ্টি ও সাদা দইয়ের জন্য বিখ্যাত এই মফস্বল এখন এই বাঙালি গোলকিপারের জয়গান করছে। বাংলা থেকে ফুটবলার উঠে আসছে না, এই আক্ষেপ এখন অতীত। বাংলা বারেবারে প্রমাণ করে দিচ্ছে, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিভাবান ফুটবলার দিতে তারাই সিদ্ধহস্ত।

রাজরূপের সাফল্যে খুশি তার গোটা পরিবার। চারিদিকে এত সংবর্ধনা, এত উৎসব চলছে, কী করে নিজেকে সামলে রাখছেন রাজরূপ? তাঁর কথায়, 'খুবই ভালো লাগছে দেশের জন্য কিছু কর তে পেরে। এবং চেষ্টা করব ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করার।' সিনিয়ররা যেটা পারেনি, সেটাই করে দেখিয়েছে ভারতের জুনিয়ররা। ইরানকে হারিয়ে সোজা এশিয়ান কাপের মূলপর্বের টিকিট। এই নিয়ে রাজরূপ অবশ্য সিনিয়রদের সম্মান জানিয়ে বলেন, 'না, সিনিয়ররা করেনি, এটা ঠিক নয়। তারা তো চেষ্টা করছে এবংচেষ্টা করেই চলেছে।'

শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে ম্যাচের বিরতির সময় ড্রেসিংরুমের পরিবেশ কেমন ছিল? কী পেপটক দিয়েছিলেন কোচ বিবিয়ানো? রাজরূপ শোনালেন সেই দিনের কথা। তিনি বলেন, 'আমাদের কোচ দুর্দান্ত। আমার জীবনে এর থেকে সেরা কোচ আমি দেখিনি। ইরান ম্যাচের বিরতির সময়ে শুধুই আমাকে বলেছিল যে, তুমি অনেক ভালো করছো। আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে বলেছিলেন। আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাস আছে, এটাই বারবার বলছিলেন।'

কোচ বিবিয়ানো বলেছেন, বাঙালি ফুটবলারদের মধ্যে আলাদা জোশ কাজ করে। সেই ম্যাচে কি রাজরূপের মধ্যেও একটা জোশ কাজ করছিল? উত্তরে রাজরূপ বলেন, 'অবশ্যই, হয়তো জোশ কাজ করছিল। আর ভগবানের আশীর্বাদ হয়তো আমার সঙ্গে ছিল। ভালো লাগে শুনে স্যারের (বিবিয়ানো) প্রশংসা। আমি নিজেকে প্রমাণ করে দলে আসতে পেরেছি। কোচ আমার জন্য খুশি হয়েছে।'

রাজরূপের কেরিয়ার শুরুর গল্পটা আর পাঁচটা ফুটবলারের মতোই। কাকা সঞ্জীব সরকারকে দেখে মাঠে আসা। কাকাও গোলকিপার ছিলেন, সেই থেকেই ছোট রাজরূপের মাথায় নামে গোলকিপিংয়ের ভুত। ছোটবেলায় পাড়ার মাঠে কাকা সঞ্জীবই প্র্যাক্টিস করাতেন রাজরূপকে। কাকা প্রসঙ্গে রাজরূপ বলেন, 'আমার কাকা সঞ্জীব সরকারের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি আমার ফুটবলের যাত্রা শুরু করি। আমার জীবনের প্রথম কোচ সুরেশ মণ্ডল, আর একজন সুমিত সরকার, তাঁদের হাত ধরেই উঠে আসা।' নিজের ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে রাজরূপের বক্তব্য, 'অবশ্যই, ভারতের সিনিয়র দলে খেলা আমার লক্ষ্য।' এরপর সৌদি আরবে মূল প্রতিযোগিতার জন্য কী ভাবে তৈরি রাখছ নিজেকে? রাজরূপ একটুও না ভেবে জানালেন, 'ভালো করে অনুশীলন করছি, মানসিকতা আরও কঠোর করার চেষ্টা করছি।'

সফটবল
খেলার ইতিবৃত্ত

অধ্যাপক ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আগামী ১৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ নদিয়া জেলার রাণাঘাটের ২ নম্বর ব্লকের অধীনে দত্তপুলিয়ায় ৪৭ তম সিনিয়র জাতীয় সফটবল (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে। সারা দেশের ২৪টি পুরুষ এবং ২৪ টি মহিলা সিনিয়র সফটবল দল এই

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। এর আগে ২০১৭ সালেও নদিয়া জেলার এই গ্রামীণ এলাকায় সফটবলের জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

এই খেলার ইতিহাস

১৮৮৭ সালের কাছাকাছি সময়ে আমেরিকার চিকাগো শহরের ইলিনয়েসে প্রথম এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তখন তার নাম ছিলো 'কিটেন বল' (Kitten Ball). ১৯২৬ সালে এই খেলাটির নামকরণ করা হয় সফটবল (Softball)। সফটবল খেলা আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রায় ১০০ বছর পর ১৯৯৬ সালের আমেরিকার আটলান্টা অলিম্পিকে প্রথম এই খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। এরপর ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিক,২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিক এবং ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে খেলাটি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক এবং ২০১৬ রিও ডি জেনেরো অলিম্পিকে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে আবার ২০২১ সালের টোকিও অলিম্পিকে আবার মহিলাদের সফটবল এবং পুরুষদের বেসবল অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু ২০২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে অনুষ্ঠিত না হলেও আগামী লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ভারতে এই খেলাটি এসেছিলো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে। ঐ সময় আমেরিকার সৈন্যরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছাউনি তৈরী করে থাকতো এবং অবসর বিনোদনের জন্য এই খেলাটি খেলতো। রাজস্থানের যোধপুর সেনা ছাউনিতে যখন আমেরিকার সেনারা সফটবল খেলতো, তখন কিছু স্থানীয় যুবক এই খেলাতে আকৃষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে খেলা শুরু করেছিলো। সেই তখন থেকেই ভারতে সফটবল খেলার শুরু। সেই যুবকদের আগ্রহে ১৯৬১ সালের ২১ নভেম্বর সফটবল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার প্রধান ছিলেন ড.দশরথ মেহেতা।

বর্তমানে ভারতের সব রাজ্যে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। তবে আমাদের রাজ্যে এই খেলাটির তেমন প্রচার ছিলো না। তবে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ের সফটবল প্রতিযোগিতায় মহিলা এবং পুরুষ বিভাগে বাংলার সফটবল দল অংশগ্রহণ করে আসছে। পশ্চিম বঙ্গ সফটবল অ্যাসোসিয়েশন বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই খেলাটির প্রচলন করেছে এবং গত বছর নদিয়ার দত্তপুলিয়ায় রাজ্য পর্যায়ের সফটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

এই খেলাটি স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SGFI) বিদ্যালয় স্তরে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। কিন্তু এখনো পশ্চিম বঙ্গের স্কুল গুলিতে এই খেলাটি চালু করা যায়নি। তাই বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা সর্বভারতীয় সফটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।

এবছর থেকে খেলো ইন্ডিয়ার সফটবল খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যে গেমগুলি অলিম্পিক ইভেন্ট, সেই খেলাগুলিকে যদি রাজ্যের স্কুল স্তর থেকে শুরু করা যায় তাহলে বাংলার ছেলেমেয়েদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ছাত্র ছাত্রীরা লাভবান হবে।

তাই এমন একটি খেলাকে স্কুল স্তরে চালু না করার কি কারণ থাকতে পারে, বোধগম্য নয় !

চার বছর অন্তর অলিম্পিক আসে যায়। আর আমরা ১৫০ কোটি জনসংখ্যার দেশ একটি পদকের জন্য হাত পিত্যেশ করে মরি। সরকারের সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অলিম্পিক ইভেন্ট গুলিকে একেবারে বিদ্যালয় থেকে শুরু করলে মনে হয় অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় ভবিষ্যতে উঠে আসবে। একথা শুধু সফটবল খেলার ক্ষেত্রে নয়, যেকোনো অলিম্পিক ইভেন্টের ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। আর ওয়েষ্ট বেঙ্গল সফটবল অ্যাসোসিয়েশন, সর্বভারতীয় সফটবল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েশন পেলেও, তাদের দেওয়া হয়নি বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েশন। এখানেই লুকিয়ে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গের খেলাধূলায় পিছিয়ে পড়ার গল্প। অর্থাৎ ভোটাধিকারের গল্প। তাই রাজ্যের ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশনগুলি পদ আগলে রাখতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছে খেলার অগ্রগতির কথা। এটা পাল্টানোর সময় এসেছে।